

অথর্ববেদীয়
প্রশ্নোপনিষৎ ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজ কাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যনামেত
মূল, অষ্টমসুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক
লোটাস্ লাইব্রেরী ।
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা ।
১৩১৮ সাল ।

All rights reserved.

প্রিন্টার :—শ্রীআনুতোষ বন্দোপাধ্যায়,
মেট্রিকାফ্ প্রেস,
৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা ।

আভাস।

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ষবেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থল-স্থল ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের কর্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ শংখা ।

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী ।

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা ।

প্রথম প্রশ্নে—

- (১) পরাপর-ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদ্দেশে ভারবাজ প্রভৃতি ঋষিগণের পিঙ্গলাদ-সমীপে গমন, এবং পিঙ্গলাদ কতৃক জিজ্ঞাসায় সম্মতি জ্ঞাপন, অনন্তর কবাকী কতৃক প্রজ্ঞাহৃষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন ১-৩
 (২) তদন্তরে পিঙ্গলাদকতৃক ভোক্তৃ-ভোগাদিভাবে অগ্নি-সৌমাদি মিথুন হৃষ্ট বর্ণন ৪-১৪
 (৩) প্রজ্ঞাপতি ব্রত ও তৎফলকথন ... ১৫-১৬

দ্বিতীয় প্রশ্নে—

- (১) দেহধারণক প্রাণ-দেবতার সংখ্যা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ভার্গব কতৃক প্রশ্ন ১-০
 (২) তদন্তরে দেহধারণক প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা কথন, মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতি-
 পাদন এবং শ্রেষ্ঠ প্রাণের উদ্দেশে ইন্দ্রিয়গণ কতৃক উপহার প্রদান ও প্রাপ্তিস্থিতি কথন ২-১০

তৃতীয় প্রশ্নে—

- (১) প্রাণের উৎপত্তি, স্থিতি, আগমন ও বহির্গমনাদি বিষয়ে কৌশল্যাকৃত প্রশ্ন ও প্রশ্ন-
 কর্তার সাধুবাদ প্রদান ও উত্তর দানে সম্মতি জ্ঞাপন ... ১-২
 (২) আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও সমস্ত ইন্দ্রিয়-প্রেরকতা কথন ৩-৫
 (৩) হৃদয়স্থ একগুণ একটী নাড়ী কথন, নাড়ীভেদে প্রাণাদিযুক্তির ভেদ, উৎক্রমণ ও
 তদনুসারে শুভাশুভ লোক প্রাপ্তি কথন ... ৬-১০
 (৪) প্রাণ বিজ্ঞানের ফল কথন ... ১২-১৬

চতুর্থ প্রশ্নে—

- (১) গার্গ্যকতৃক জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি বিষয়ে প্রশ্নকরণ ... ১
 (২) তদন্তরে পিঙ্গলাদ কতৃক, স্বপ্নাবস্থা, মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়গণের বিলয় কথন, প্রাণাদি
 বায়ুর গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে জাগরণ কথন, এবং তদবস্থায় আত্মার বিষয়ানুভূতি ২-৫
 (৩) হৃদয়স্থ অবস্থা ও সে সময়ে আত্মার পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা কথন, এবং বিজ্ঞান-ফল
 নির্দেশ ... ৬-১১

পঞ্চম প্রশ্নে—

- (১) সত্যকাম কতৃক ওকার ধ্যান ও তাহার ফল বিষয়ে প্রশ্ন ... ১
 (২) তদন্তরে ওকারের মাত্রানুসারে পরাপর একবিষয়ক উপাসনা ও তাহার ফল
 কথন ... ২-৭

ষষ্ঠ প্রশ্নে—

- (১) ভারবাজকতৃক বোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ বিষয়ে প্রশ্ন ... ১
 (২) পিঙ্গলাদকতৃক উত্তর প্রদান, বোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকতৃক হৃষ্ট বিষয়ে চিন্তা ও
 প্রাণ-শ্রদ্ধাদি বোড়শ কলার উৎপত্তি ও লয় নিরূপণ ... ২-৬
 (৩) ভারবাজাদি ঋষিগণকতৃক পিঙ্গলাদ স্তুতি বর্ণন ... ৭-৮

সমাপ্ত ।

অথর্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ ।

ওঁ ভদ্রং কণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ।

ভদ্রং পশ্যেমান্কাভির্ষজত্রাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তক্ষুবাৎসন্তনুভিঃ ।

ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্বদেবাঃ । স্বস্তি
ন স্তাক্ষে'র্যাহরিক্তনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

ওঁ স্ককেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ
গার্গ্যঃ, কোসল্যশ্চাখলায়নঃ, ভার্গবো বৈদভিঃ, কবক্ষী কাত্যা-
য়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষণাঃ,এষ হ
বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাজং স্বস্তা শকর-সম্মতিম্ ।

প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলার্থা বিতত্ততে ॥

ইহ খলু হুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতককণমিব আথর্বণ-ব্রাহ্মণ-
মিদং বক্ষ্যমাণবিত্ত'-স্তুতয়ে শিষ্যবৃদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যানিকাক্রপেণ জ্ঞানোপা-
সনে বক্তুং প্রবর্ততে স্ককেশা ইত্যাদি ।

স্বকেশা [নাম] ভরদ্বাজঃ (ভরদ্বাজস্বতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যাঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যাঃ (গর্গবংশস্বতঃ), সৌর্য্যায়ণী (সৌর্য্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্ত্র অপর্য্যং), কোসলাঃ [নাম] আখলায়নঃ (অখলপুত্রঃ), বৈদভিঃ (বিদভদেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবকী [নাম] কাত্যায়নঃ (কতাস্ত্র যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিক্কাঃ) এতে (স্বকেশাদয়ঃ ষট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরং উপাস্তুরা পধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রাহ্মাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বং) অবেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সন্তি] । তে 'এষঃ (বুদ্ধিঃ পিপ্পলাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অশ্বদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)'; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ষট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাঠহস্তাঃ সমুঃ) ভগবন্তঃ (পূজ্যং) পিপ্পলাদঃ (তদাখ্যামাচার্য্যং) উপসন্নঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥

ভরদ্বাজ-নন্দন স্বদেশা, শিবপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্য্যায়ণী, অখল-ভনয় কোসলা, বিদভদেশীয় ভার্গব এবং কতাপুত্র কবকী, ইহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তদুচিত অনুষ্ঠান-নিরত, এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক । ইনিই (পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন ; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ও নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মদ্রোক্তস্তার্থস্ত বিস্তরাহুবাদীদং ব্রাহ্মণমারভাতে । ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যাত্মিকা তু বিদ্যাস্তত্ত্বয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈঃপোষুৈঃকর্ণৈঃ পিপ্পলাদাদিবং সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্কর্তব্যং চ, ন সা যেন-কেনচিদ্ভিত্তি বিদ্যাং স্তোতি । ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনমুচনাচ্চ তৎকর্তব্যতা ত্রাং ॥

ভাষ্যাহুবাদ ।

আখর্ব্বণ মদ্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরম্ভ হইতেছে, (১) বর্ণনীয় বিচার স্তুতি বা প্রশংসাপ্রদায়ক স্ববিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞা পিঙ্গলাদ প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্তাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিচার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিজ্ঞানাভের পক্ষে যে, ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—‘প্রশ্ন’ ও ‘মুক্তক’, এই দুইখানিই আখ্যায়িক উপনিষৎ। তদ্ব্যতীত প্রশ্নোপনিষৎ খানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুক্তকোপনিষৎ খানি মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুক্তকোপনিষৎ যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষৎও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডী মুক্তকোপনিষৎসঙ্গে আবার সেই যেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“মন্ত্রোক্তার্থস্ত বিস্তরবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ অারম্ভতে”।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় ‘মুক্তকোপনিষৎ’সঙ্গে ব্রাহ্মণভাগে পুনরায় অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে; এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত; তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটতে পারে না। এখানে মুক্তকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে,—মুক্তকে প্রশ্নমতঃ “বে বিদ্যে বেদিতব্যোঃ পরা ম্বেদ্যোঃ ৮,” এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋতু, যজুঃ, সামাদি বেদকে ‘অপরা বিদ্যা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম ও উপাসনা। তদ্ব্যতীত কর্মকাণ্ডেই কর্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক বিবরণ না করিয়া তৎকালে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুক্তকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়েও মুক্তকোক্ত “যথা মনোপাতং” ইত্যাদি মন্ত্রধর্মের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুক্তকোক্ত “প্রণবে ধনুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিশ্রুত করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরম্ভ হইয়াছে। আর মুক্তকোক্ত “এতন্ময়ং জায়তে প্রাণঃ,” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিবৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুক্তকোক্ত অর্থের ‘বিস্তরবাদী’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রশ্নোপনিষৎ ।

চর্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্যাদির কর্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজশ্রাপত্যঃ ভারদ্বাজঃ । শৈব্যাশ্চ—শিবেরপতাঃ শৈব্যাঃ, সত্যকামো নামতঃ । সৌর্য্যায়নী—সূর্য্যশ্রাপত্যঃ সৌর্য্যঃ তশ্রাপত্যঃ সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসঃ ‘সৌর্য্যায়নী’ ইতি, গার্গ্যাঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ । কৌসল্যাশ্চ নামতঃ, অশ্বলশ্রাপত্যামাশ্বলায়নঃ । ভার্গবঃ—ভৃগোগোত্রাপত্যঃ ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ । কবক্ষী নামতঃ, কতাত্মাপত্যঃ কাত্যায়নঃ । বিত্তমানঃ প্রপিতামহো বস্ত্র সং, যুবার্ধপ্রত্যয়ঃ ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরঞ্জন গতাঃ, তদনুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অব্বেষমাণাঃ । কিং তৎ ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদব্বেষণং কুরুন্তঃ, তদধিগম্য ‘এষ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতি’ ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ । কথম্ ?—তে হ সম্বিংপাণয়ঃ সমিদ্ধার-গ্রহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিঙ্গলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্ন উপজগ্মুঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র, সত্যকাম নামক শিবিস্তৃত, গর্গকুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়নী । সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়নী, (এই পদটি ছান্দস-(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ ‘সৌর্য্যায়ণি’ হইবে) । কৌসল্যা নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান) বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবক্ষী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কতোর যুবা পুত্র ; যুবার্থে ‘আয়নন্’ প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্তমান আছেন ।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহার ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধারূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

ছেন । তাহা কিরূপ ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য) ; তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব ; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে ‘ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্ত বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন’ স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন । কি প্রকারে ? না—সমিৎপাণি হইয়া ; অর্থাৎ আচার্য্যের যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী কাষ্ঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্রথ । যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত । যদি বিজ্ঞাত্যামঃ, সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (সুকেশাদীনৃ যট্) হ (ঐতিহ্যমূচকং) [বক্ষ্যামাং বচনম্] উবাচ (উপদিদেশ)—[যুয়ং] তপসা (বৈধক্লেসসহনেন—কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা) শ্রদ্ধয়া (আন্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎসাথ শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যা গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত । [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেষ্টং) প্রশ্নান্ (প্রেষ্ঠব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত ; [মাম্ ইতি শেষঃ] । যদি বিজ্ঞাত্যামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুয়ান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে—“রিত্ত্বহন্তো ন পশ্বেৎ তু রাজানং ত্রিবন্ধং গুরুম্ ॥”

অর্থাৎ রিত্ত্বহন্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া শুষ্ক হাতে কখনই রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না ; অর্থাৎ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না । অতএব রিত্ত্বহন্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই ; এই কারণে আচার্য্যভিজ্ঞ সুকেশাদি ভগবতঃ ঋষি ঋষিযোগ্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন । এই আধ্যাত্মিক হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম সময়ে আপনাব যোগ্যতানু-রূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র, কিন্তু উপহারের ভারভর্য্য চিন্তা করিবেন না । শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিণাম ।

তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর ; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাঙ্গিকে তাহা বলিব ॥ ২

শাকরতাম্ ।

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেষব, যত্মপি যুয়ং পূৰ্ব্বং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চান্তিক্য-বুদ্ধ্যা আদরবস্ত্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎশ্রুৎ—সম্যগ্গুরুশ্রাবাপরাঃ সন্তো বৎশ্রুৎ । ততো যথাকামং বো যশ্চ কামস্তমনতিক্রমা—যদ্বিষয়ে যশ্চ জিজ্ঞাসা, তদ্বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত । যদি তদ্বৃৎপৃষ্টং বিজ্ঞাত্যমঃ, অহুত্বত্ব প্রদর্শনার্থো যদিশকো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীযতে । সৰ্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

ভাষ্যাভবাদ ।

সেই ঋষি (পিপ্ললাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্বের ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্তা দ্বারা তপস্বী হইবে, তথাপি পুনর্ববার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আন্তিক্য বুদ্ধিতে আদর সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শ্রাব্য তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর । তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব । এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থ ই-‘যদি’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে ; কারণ, পরবর্তী প্রশ্নোত্তর সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবক্ষী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অথ (সংবৎসরাং পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেতা (পিপ্লাদ-
সমীপং গত্বা) পপ্রচ্ছ (পিপ্লাদং পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য!) ইমাঃ (দৃশ-
মানাঃ) প্রজাঃ (উৎপাদিত্বাগ্নিনঃ জীবাঃ) কৃতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ)
হ বৈ (ঐতিহ্যাবধারণ্যোক্তকং নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপত্তন্তে)। ইতি
(শ্রম্ভসমাপ্তৌ ॥

কাতায়ন কবকী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ ! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে জন্মলাভ করে ? ॥৩

শাকরভাষায় ।

অথ সংবৎসরাদুর্দ্ধং কবচী কাভায়ান উপেতা উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্ঠবান্,—হে
ভগবন্ ! কৃতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাভাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপত্তস্তে ইতি ।
অপরব্রহ্মা-কর্মণোঃ (৩) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতয়োঃ কাৰ্ণ্যং বা গতিঃ, তদ্বন্ধবামিতি
ভদ্রবোধিঃ প্রভুঃ ॥৩

(৩) তাৎপর্য—“পর ব্রহ্ম অব্যবহাণঃ” ইত্যুপাধিতে অগ্নি-ব্রহ্মশ্রবণে প্রজাপতিকর্তৃক-প্রজাহৃদে বিষয় প্রম-প্রত্যাক্তোরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রম-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ প্রত্যেকত্বতৎপৰ্য্যমাহ—“অপর-বিনোদিতঃ” “তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” ইতি সমুজ্জিত-কার্য্যত ব্রহ্মলোকস্য “অথ উত্তরেণ” ইতি তদগততর্দেববানমার্গত চেহ বক্ষ্যমাণবাদিতার্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্ণণাং চ, ইতাপি দ্রষ্টব্যম্। কেবলকর্ণকাব্যমাপি চন্দ্রলোকতঃ তদগতঃ পিতৃযানন্ত চ “তেষামেবৈব ব্রহ্মলোকঃ” প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদান্তে” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাবসরে অসঙ্গতমেব, তথাপি কেবলকর্ণকাব্যং সমুজ্জিতকর্ণকাব্যাক্ত বিরক্তৈশ্চ তত্রাধিকার ইতি। ততো বৈরাগ্যার্থমিদমচ্যতে। আনন্দগরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, যুেকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের অবেষণার্থ পিন্নসাদ মূনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; হুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ও স্বাভাবিক; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এক্ষণ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদ্ব্যতীত অসম্ভব হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ ভাষ্যকার অপর বিদ্যা শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা অসম্ভব হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ, কল্পকালে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই উহার অবতারণা; মানুষ যতকাল পরব্রহ্ম জ্ঞানিতে না পারে, ততকাল যতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্দ্দামুঠান করুক না কেন, কিছুতেই শান্তি লাভ হয় না।

যাঁহার উপাসনা সহকারে কৰ্ম্মস্থান করেন, তাঁহার তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন ; এবং উত্তরায়ণ বা 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাহারা কেবলই কৰ্ম্মস্থান করেন ; তাঁহার তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং দক্ষিণায়নে বা 'পিতৃযান' পথে প্রয়াণ করেন।

‘অথ’ অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাঠ্যায়ন [পিঙ্গলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্ ! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয় ? অতি-প্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৰ্ম্ম সমুচিত বা অসমুচিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয় ; তাহা বলিতে হইবে । সেই অতিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোহিতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িষ্ণু প্রাণ-ক্ষেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

সঃ (পিঙ্গলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ ; সঃ (প্রসিক্) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগৰ্ভঃ) হ (কিম) বৈ (অপধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম্, ইতাভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ জ্ঞানলক্ষণং) অতপ্যত (আলোচিতবান্) । সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বদ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িঃ (ধনং অর্থাৎ ধনলভ্যানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রং) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অয়িঃ অর্থাৎ তদধি-দৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদ-য়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ) ॥

পিঙ্গলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোক প্রসিক্ প্রজাপতি (হিরণ্যগৰ্ভ) প্রজাসৃষ্টের অভিলাষী হইয়া তপত্ত্বা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন । তিনি তপত্ত্বা করিয়া [বুঝিলেন যে,] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র ; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবৰ্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

বাঁহারা উক্ত সমুচিত ও অসমুচিত কৰ্ম্ম ফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার অপরের নহে । এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি বৈশেষিক জিজ্ঞাসারহ অবতারণা করা হইয়াছে ॥

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রহি অর্থ ধন—ধনলভ্য অমের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অবদেবতা হুয়া) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

তদৈশ্ব এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপা করণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিস্থকুর্ভূতঃ প্রজাপতিঃ সর্বাশ্চা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তত্ত্বাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্কৃন্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতঃ জ্ঞানঃ শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোহ্যালোচয়ৎ অতপাত । অথ তু স এবৎ তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞানম্যালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুন-মুৎপাদয়তে—মিথুনং দন্দমুৎপাদিতবান্ । রয়িক সোমমন্ত্রং, প্রাণধাণিমন্তারম্ ইত্যেতৌ অগ্নীষোমৌ অজ্ঞমভূতৌ মে মম বহধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঙ্কিত্বা অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ হুয়্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি (পিপ্ললাদ) পূর্বেবাক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন—
তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ ‘আমি সর্ববাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব’ এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্বাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিধয়ে জন্মান্তরাণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্থা করিয়াছিলেন, তদ্বিধয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্বসংস্কারকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্থা করিয়া—শ্রৌতবিজ্ঞানের পর্যালোচনার

পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—
অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় ‘মিথুন’ সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন
করিলেন । [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে ‘দ্বন্দ্ব’ বলা হয়] । এই ভোক্তা
ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে
অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে ; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা
সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া
পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন ॥ (৪) ॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়িব। এতৎ
সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তধাগূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

(৪) তাৎপৰ্য্য—পূর্ব্বকালে গিনি সমুচিতভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ
উপাসনারসহিত কন্ম্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া স্বাধীন
জন্ম সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে
সর্ব্বাত্মক প্রজাপতিক্রমে চিন্তা করিয়াছেন। সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী
কালের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন ; এবং
তপস্তা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ব্ববৎসরী হস্ত সংস্কার সমূহকে পুনর্ব্বার জাগরিত করেন। সংস্কারের
উদ্বোধক সেই চিন্তা হইতেই তাহার তপস্তা, তত্ত্বের আর কোনরূপ তপস্তা তাহার নাই। সেই
তপস্তার ফলে তাহার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানশক্তি ফুটি পায় ; অনন্তর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি
হয় ।

সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যিক ; নচেৎ স্বজ্ঞানান পদার্থনিচয় বালির
বাধের দ্বারা আপনা কতকৈ বিধগত হওয়া বাইতে পারে ; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য্য ও
চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন । উন্মথ্যে সূর্য্য স্বয়ং ভোক্তা, এবং চন্দ্র তাহার ভোজ্য
বা অন্নস্বরূপ । অতঃপ্রায় এই যে, এক ভোক্তারই তিনটি অবস্থা! (১) আধিদৈবিক (সূর্য্য), (২)
আধিভৌতিক (আগ্নি), এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উদ্ভা) ।

“অহং বৈদ্যানয়ো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমাবুজঃ পটামান্নং চতুর্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫।১০]

ভগবদীতার কথামুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপান সাহায্যে ভুক্ত অন্নের
পরিপাক সাধন করেন । এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্য্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ
করা হইয়াছে । কিন্তু শ্রুতির সম্বন্ধানুরোধে ‘প্রাণ’পদেই সূর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে । সূর্য্য
অগ্নি ও প্রাণ, ইহারা সকলেই আদান, শোষণ ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে ; ভুক্ত
ইহাদিগকে ভোক্তৃশ্রেণীতে গণ্য করা যায় ।

অপর দিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন ; জীবভোজ্য যত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই
চন্দ্রকিরণে পুষ্ট শীত করে ; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে । সর্ব্ব-
প্রকার আহাৰ—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে ‘রসি’শব্দ প্রযুক্ত
হইয়াছে । ‘রসি’ অর্থ—ধন ।

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশকার্ধ্যমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা । আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্বোক্তরয়ি-পদার্থঃ) । যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সৰ্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতস্ত ভোক্তৃ অপি অন্নেন ভূজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়িঃ (অন্নং) [অমূর্ত্তেন প্রাণেন অন্তর্যামানত্বাৎ ইতি ভাবঃ] ॥

[শ্রুতি নিজেই ‘রয়ি’ ও ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই ‘প্রাণ’ পদবাচ্য এবং চন্দ্রই ‘রয়ি’ পদার্থ । মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই ‘রয়ি’ অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা মূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্ন-স্বরূপ ॥ ৫ ॥

শাক্তরত্নাবলী ।

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোহিত্য অয়ি ; রয়িরেব চন্দ্রমাঃ । রয়িরেবান্নঃ সোম এব । তদেতদেকমত্তা অগ্নিশ্চারক প্রজাপতিঃ, একং তু মিথুনম্ ; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ । কথম্ ? রয়িরৈব অন্নমেব সৰ্ব্বং — মিত্যেহ । যন্মূর্ত্তকং স্থূলকং অমূর্ত্তকং সূক্ষ্মকং মূর্ত্তামূর্ত্তে অন্নস্বরূপে রয়িরেব । তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদগ্রামূর্ত্তরূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্রা অন্তর্যামানত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই ‘রয়ি’—অর্থাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ । সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ ; মিথুনও (পূর্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহবর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে ; গুণ-প্রধানতাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে । কি প্রকারে ? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ তাহা কি ?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম ; অত্ৰা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই । অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্কৃত অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি

(স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃতপক্ষে] রয়ি; কারণ, উহা অমূর্তকর্তৃক
ভুক্ত হইয়া থাকে (৫) ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্
প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে । যদক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদৌচীং,
যদধঃ, যদূর্দ্ধাং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্
প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে ॥ ৬

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণত্বাপি সর্বাঙ্ঘ্রকতং বক্তুমাঃ]—আদিত্য ইত্যাদি ।
আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্যচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্বাং) দিশং প্রবিশতি
(স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্-প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্বাঙ্গিগুণতান্)
প্রাণান্ রশ্মিযু (স্বীয়কিরণেযু) সন্নিধন্তে (সংবধুতি—কিবগৈর্ব্যাপ্নোতি,
ইত্যর্থঃ) । যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তদন্তরান্ প্রাণান্ রশ্মিযু সন্নিধন্তে ।
এবমুত্তরত্বাপি যোজনীয়ম্] । যৎ প্রতীচীং (পশ্চিমাং দিশং), যৎ উদৌচীং (উত্তরাং)
দিশং যৎ অধঃ (দিশং) যৎ উর্দ্ধাং (উর্দ্ধদিগ্ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবস্তিনোঃ)
দিশঃ, (অবাস্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অত্রদপি] সর্বং প্রকাশয়তি, তেন
(তত্রদিক্-প্রবেশেন) [তত্রদিক্স্থান্] সর্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচক্ষুরাদীন) রশ্মিযু
সন্নিধন্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥

[এখন রয়ির দ্বার উক্ত প্রাণেরও সর্বাঙ্ঘ্রভাবে প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন
যে],—আদিত্য উদয়কালে যে পূর্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা
পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্বদিক্গত প্রাণসমূহকে সৌর রশ্মিসমূহে সন্নিহিত

(৫) তৎপৰ্থা—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্বাঙ্ঘ্রক বা সর্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং
ভোজনীয় অন্নও তিনি; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ; তবে একটি অন্ন, অপরটি
তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি? তদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক
অতিরিক্ত বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ করনা করিয়া স্থূল
পদার্থকে ভগ্ন বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তাক্রমে গ্রহণ করা
হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার অপর ভোগ্য হয়; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত
সমস্তই রয়ি বা অন্নপদার্থ সত্য; কিন্তু পূর্ণোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত
বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে ।

করেন, অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন । আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ, অবাস্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬

শাক্তরত্নাধ্যায়ম্ ।

তথা অমূর্তোহপি প্রাণোহিত্য সক্ষমেব, যচ্চাদ্যাম্ । কথম্ ?—অথ আদিত্য উদ-
য়ন্ উদগচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি
ব্যাপ্নোতি ; তেন স্বাদ্ব্যব্যাপ্ত্যা সর্বান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতান্ * রশ্মিষু
স্বাত্মাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমংস্থ ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধন্তে সন্নিবেশয়তি,
স্বাত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ । তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং,
যদুদীচীম্, অধঃ উর্দ্ধং, যৎ প্রবেশাত, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোহবাস্তরদিশঃ,
যচ্চাত্ৰং সর্বং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা সর্বান্ সর্বদিক্স্থান্ প্রাণান্
রশ্মিষু সন্নিধন্তে ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কিছু অদনীয় বা অন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব]
ভোক্তা অমূর্ত প্রাণও সর্বব্যাপক । কি প্রকারে ? [তাহা বলা
হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া
যে, প্রাচী (পূর্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্কে
পরিব্যাপ্ত করেন ; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান বা ব্যাপক,
স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সংবদ্ধ থাকায় তত্রত্য—
পূর্বদিক্স্থিত প্রাণেরই অন্তভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—
সন্নিবেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন । সেই
প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে,
[প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও উর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ

* সর্বাত্মস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতানিতি বা পাঠঃ ।

করেন, আর যে, অন্তরা দিক্—কোণ দিক্ অবাস্তর বা পূর্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্‌সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ববিদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমূহে সম্মিহিত (আপনার স্তায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন ॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদয়তে । তদেতদ্
ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

[অথ প্রাণাদিত্যস্ত সর্ক্সাত্মকত্ব-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপে-
ণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বঃ বিবিধঃ জগৎ রূপঃ যন্ত স তথোক্তঃ সর্ক্সাত্মা
ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অন্ত ইতি, বিশ্বচাসৌ
নয়ন্তেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অতঃ)
উদয়তে (প্রত্যাহমুদগচ্ছতি) । তদেতৎ আদিত্যমাহাত্ম্যঃ) ঋচা (পাদ-
বন্ধনস্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বণিতম্) ॥

সেই পূর্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্ক্সজীবাাত্মক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি
(ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রত্যাহ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে ।
[ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে ‘ঋক্’ বলা হইয়াছে] ॥ ৭

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

স এবোহস্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্ক্সাত্মা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাত্মহাক্ত প্রাণোহগ্নিস্চ,
স এবান্তা উদয়তে—উদগচ্ছতি প্রত্যাহঃ সর্ক্সা দিশঃ আত্মস্যাং কুর্ণন । তদে-
তদ্রূপঃ বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ববনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ
(সর্ববজগন্ময়) ; সর্ক্সাত্মক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে ;
সেই অস্ত্রাই প্রত্যাহ সমস্ত দিগ্‌গুলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়)

করিয়া উদিত—উদগত হইয়া থাকেন । এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (১) ॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপস্তম্ ।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়তোষ সূর্য্যঃ ॥ ৮

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাदि । বিশ্বরূপং (সৰ্ব্বাঙ্গান্, হরিণং (রশ্মিমন্তঃ, হরণশীলং সৰ্ব্বসংহার কারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সৰ্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যন্তাং ; তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সৰ্ব্বাশ্রয়ভূতং) একং (অধিতীয়ং—ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপস্তং (তাপঃ কুর্কন্তং সূর্য্যং) [অহং বিজ্ঞানমীতি শেষঃ] । সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদ-বশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতিকারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহমুদগচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিয়ুক্ত বা সৰ্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সৰ্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে আমি বিশেষরূপে জানি] । অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রকার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিশ্বরূপং সৰ্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সৰ্ব্বপাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সৰ্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমধিতীয়ং, তপস্তং তাপক্রিয়াং কুর্কীণং, স্বাঙ্গানং সূর্য্যং সুরয়ো বিজ্ঞাতবস্তো ব্রহ্মবিদঃ । কোহসৌ ? যং বিজ্ঞাত-বস্তঃ ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তোষঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

বিশ্বরূপ—সৰ্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ

(৬) তাৎপৰ্য্য—হ্রদোবদ্ধ পানযুক্ত মন্তকে ঝঙ্ক (ধটা) বলা হয় । উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঝঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় ।

সমস্ত প্রাণীর অধিতীয় চক্ৰঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্বভূত সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন । যাহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে ? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্মায়নে দক্ষিণাঞ্চোত্তরঞ্চ ।
তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে ; তে চান্দ্রমসমেব
লোকমভিজয়ন্তে । ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে । তস্মাদেতে ঋষয়ঃ
প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে । এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

[সূর্য্যাচন্দ্রমসাত্মক-প্রজাপতে: সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বজ্রং তস্ত কালরূপং
রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি । ‘বৈ’ শব্দ: প্রসিদ্ধিতোক্তক: । [পূর্ব্বোক্তঃ
চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসর: [সংবৎসরস্ত চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিত্য
ভাব:] । তস্য (প্রজাপতে:) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইতোতে ঘে] অয়নে
(মার্গো) [বর্ত্তেতে] । [‘হ’ ‘বৈ’ পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ)
যে (ফলাধিন:) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং
কৰ্ম্ম, পূর্ত্তং—স্বত্ব্যক্তং কুপারামাদিকরণং ; তদ্ব্যয়ং) কৃতং (প্রবক্ষ্যমস্পাদিতম্)
ইতি কৃত্বা উপাসতে (অমুতিষ্ঠতি) । তে (তদনুষ্ঠাতার:) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং)
লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বত: প্রাপ্নুবন্তি) । তে (চান্দ্রমস-
লোকগতা:) এব (ন তু অন্তে) পুন: (তত্রাতাভোগক্ষম্যং পরং) আবর্ত্তন্তে
(মর্ত্যালোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থ:) । তস্মাৎ এতে (কশ্মিণ:) ঋষয়: (স্বর্গভ্রষ্টার:)
প্রজাকামা: (সন্তানাধিন:) ; [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে
(লভন্তে) । এষ: (চান্দ্রমস: লোক:) হ বৈ (প্রসিদ্ধো) রয়ি: (অয়নং—ভোগ্য:),
য: পিতৃযাণ: (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্য: চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থ:) ॥

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা
বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দেশ করিতে-
ছেন ।—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ ; তাহার দুইটি

অন্ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর । অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম ও পূর্ত—স্বত্বাক্ত কূপ ও উদ্ধান নির্মাণ প্রভৃতি কর্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সম্ভানার্থী এই সকল (কর্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন । ইহাই রয়ি—সর্বভোগ্য, যাহা পিতৃবাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যশাসৌ চন্দ্রমা মূর্তিরন্নম্, অমূর্তিচ্চ প্রাণোহত্রাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সর্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নির্ব্বর্ত্তায়াং সংবৎসরস্ত । চন্দ্রাদিত্য-নির্ব্বর্ত্তা-তিথ্যাহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্তত্বাদয়ি-প্রাণমিথুনায়ক এব ইত্যাচ্যতে । তৎ কথং ? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অম্মনে নাগোঁ ঘৌ—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ । যে প্রসিদ্ধে হনুনে ষষ্ঠাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ ষাতি সবিতা কেবলকশ্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্ম্মবতাক্ষ লোকান্ বিদধৎ । কথং তৎ ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তত্পাসত ইতি । ক্রিয়াবিশেষণৌ দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ । ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূর্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্ ; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতেশ্মিথুনায়কস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপত্বাচ্চন্দ্রমস্য । তএব চ কৃতক্ষয়াং পুনরাবর্ত্তন্তে ; “ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি” ইতি হ্যুক্তম্ । যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলধ্বেনাভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপত্ত্বন্তে । এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃবাণঃ পিতৃবাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ ।

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্রমারূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ব্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে ? হাঁ, বলা যাইতেছে,—

সেই পূর্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদিত তিথি ও অহোরাত্র সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাত্মক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অগ্ৰ নহে ; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাত্তই বা) কি প্রকারে ? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর । সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটি অয়ন দ্বারা কেবল কৰ্ম্মাদিগের (উপাসনা-রহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, যথাসাধ্য সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে] । তাহা কি প্রকার ? [তদন্তরে বলিতেছেন]—ঋতুর দ্বিতীয় ‘তৎ’ শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ । সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসনা করেন ; ইষ্ট ও পূৰ্ত্ত, এই উভয়বিধ ‘কৃত’ (অনিত্য) কৰ্ম্মেরই উপাসনা করেন ; (৯)

(৭) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চন্দ্র । তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত যে, অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে । আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূৰ্ব্ব তিথি (অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে । সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ।

(৮) তাৎপৰ্য্য—যাহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহারা দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমাৰ্গে) গমন করেন, আর যাহারা উপাসনা ও কৰ্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাহারা উত্তরায়ণে গমন করেন ।

(৯) তাৎপৰ্য্য—ইষ্ট ও পূৰ্ত্তকৰ্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্ । আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ‘ইষ্টম্’ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের আত্মাহিক হোম), তপস্তা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরি-রক্ষণ, অতিথি-সংস্কার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যাদানাদি ক্রিয়া,—বেদ-বিহিত এই সকল বর্ণকে ‘ইষ্ট’ বলা হয় । আর—

“বাগী-কূপ-ভডাগাদি-দেবভায়তনানি চ । অন্নপ্রদানমায়ামঃ ‘পূৰ্ত্তম্’ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ বাগী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (জলাশয়), দোলায়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি

—অকৃত বা নিত্য কৰ্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাশ্রক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্র-লোক) সম্যকরূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোক ও কৃতরূপী (অনিত্য) । তাঁহারাই আবার কৰ্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০) । ‘এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন ।’ এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে । যে হেতু, এই সকল ঋষি—সর্গ-দ্রষ্টা, পূর্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কৰ্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল-রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই যে, পিতৃষাণ অর্থাৎ পিতৃষাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন ॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যাভ্যাসানমন্বিষ্যা-
দিত্যমভিজয়ন্তে । এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতনভয়মেতৎ
পরায়ণম্ ; এতস্মান * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ । তদেষ
শ্লোকঃ ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনারুতিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্ৰেশ-
সহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরতয়া, আন্তিক্যবুদ্ধ্যা বা)

সম্পাদন কার্য্যকে ‘পূর্ত্ত’ বলা হইয়া থাকে । এই উভয়প্রকার কৰ্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে ‘কৃত’ বলিয়া কথিত হয় । কৰ্ম্মমাত্রই অনিত্য; ‘কৃত’-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া ‘কৃত’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কৰ্ম্মেরই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের ফলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য । অতএব তৎকালে কাহারও আসক্ত হওয়া সম্ভব নহে ।

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে,—

“ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথাশা দক্ষিণায়নম্ । তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ।”

অর্থাৎ—কেবল কৰ্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্র লোকে যান, সেই পথের প্রথমই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্গর্ভ চন্দ্রলোকে যায় এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয় ।

* তস্মান পুনরাবর্ত্তন্ত ইতিবা পাঠঃ ।

বিদ্যা (উপাসনেন) আত্মানং অবিদ্যা (আদিত্যং প্রাণম্ আচার্য্যং ‘অহমস্মি’ ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অচ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজ্ঞয়ন্তে, (সর্বতঃ প্রাপ্নু বন্তীত্যর্থঃ) । এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা) । এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকস্মিণাং চ) । এতস্মাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-কস্মিণশ্চ ইতিশেষঃ] । ইতি । এষঃ (পূর্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ) [অথবা অবিদ্বাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ] । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ] ॥

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অচ্চিরাদি মার্গে) তপস্তা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন ; অর্থাৎ আদিত্যালোকে গমন করেন । ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয় । ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না ; [কারণ ইহাই তাহাদের] নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন । অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্বদ্গণের অগম্য স্থান ॥ ১০

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশঃ প্রাণমত্মারম্ আদিত্যমভিজ্ঞয়ন্তে । কেন ? তপসা ইন্দ্రిয়জয়েন, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যা চ প্রজাপত্যাশ্র-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তদ্ব্যবহৃত্তি অবিদ্যা ‘অহমস্মি’ ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজ্ঞয়ন্তে অভিপ্রাপ্নু বন্তি । এতদৈ আয়তনং সর্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জিতং—ন চন্দ্রবৎ ক্ষয়-বুদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্কিছাবতাং কস্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মায় পুনরাবর্তন্তে যথেষ্টরে কেবলকস্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদ্বাং নিরোধঃ ; আদিত্যাকি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ ! নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণ-মভিপ্রাপ্নু বন্তি । ইতি হি সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদ্বাং নিরোধঃ । তত্ত্বত্রাস্মিন্নর্থঃ এষঃ শ্লোকো মন্ত্রঃ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ ।

“অথ”—[‘অথ’ শব্দে পূর্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে] । উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন ; কি উপায়ে ?—তপশ্চা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিজ্ঞা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্বাবর-জঙ্গম সমস্তকেই অশ্বেষণ করিয়া—‘আমিই তদাত্মক’ এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন । ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্বভয়বিবর্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে । ইহাই বিজ্ঞাসহকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান । জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না ; কারণ, ইহা বিজ্ঞাবিহীন-গণের নিরোধ স্থান ; অর্থাৎ অবিদ্বদ্ ব্যক্তির আদিত্য হইতে প্রতিবিদ্ধ ; স্তবরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্ দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১) । এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥১০

(১১) তাৎপৰ্য্য—‘নিরোধ’ অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান । অভিশ্রাব এই যে, বাঁহারা কেবল কর্ম্মমুঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিত্তা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্ম লাভ করেন ; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না ; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুধরূপ । আর বাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারা এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানমুঠালাভে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন ; পুনর্বার আর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না । কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই ‘নিরোধ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘নিরোধ’ অর্থ—অনাবৃতিসাধন মোক্ষধরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মমুঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন ; স্তবরাং তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না ।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং

দিব আহঃ পরে অর্ক্ষে পুরীষিণম্ ।

অথমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং

সপ্তচক্রে ষড়র আত্মরপিতমিতি ॥১১

[সংবৎসরায়নঃ আদিত্যস্ত রূপকপুত্রিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাদিনা] ।—
ইমে (বুদ্ধিহাঃ) অত্রে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্তনসহায়
যন্ত আদিত্যস্ত স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরো একীকৃত্য ঋতুনাং পঞ্চ-
বিধত্বং বোধ্যম্ ।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা
আকৃতয়ঃ অবয়বা যন্ত, স তথোক্তঃ, তম্), দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (উর্দ্ধে)
অর্ক্ষে (স্থানে—স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাজ্যং উদকম্
অশ্র অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ] ।
অথ (পঞ্চান্তর্যুচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং
(বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যাকাং অখাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি
যন্ত ; সং. তস্মিন্), ষড়রে (ষড়্ ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যন্ত, সং. তস্মিন্),
[আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহঃ । ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদগণ, [আদিত্যকে] পাঁচট পাদযুক্ত, পিতা (জগতের
জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (ঘিষ্ঠার ত্রায়
জলত্যাগকারী) এবং ছ্যালোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরাৰ্ক্ষে (স্বর্গে) [অবস্থিত]
বলিয়া থাকেন । আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র বিশিষ্ট ছয়টি
অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা
করেন ॥১১

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

পঞ্চপাদং পঞ্চঋতবঃ পাদা ইবাস্ত সংবৎসরায়ন আদিত্যস্ত, তৈরসৌ পাদৈরন্বিব
ঋতুভিরাবর্ততে । হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা । পিতরং সর্বস্ত জনয়ি-
ত্বাত্ পিতৃত্বং তস্ত ; তং, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঃ অবয়বাঃ, আকরণং
বা অবয়বিকরণমন্ত দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ ছ্যালোকাৎ পরে উর্দ্ধে
অর্ক্ষে স্থানে তৃতীয়ত্য়াং দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবস্তুম্ উদকবস্তুমাহঃ,—কালবিদঃ ।

অথ তমেবাক্তে ইমে উপরে কালবিদঃ বিচক্ষণঃ নিপুণঃ সর্বজ্ঞঃ সপ্তচক্রে সপ্তহররূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালায়ানি ষড়রে ষড়ঋতুমতি আহঃ সর্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভৌ নিবিষ্টমিতি । যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্বদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্বথাপি সংবৎসরঃ কালায়া প্রজ্ঞাপতিশ্চজ্ঞাদত্যলক্ষণোহপি জগতঃ কারণম্ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্য কালবিদগণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ – পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ]; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদ সমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন । হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে] । পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে] । দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা অবয়ব ; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি ; পুরীষিন্—উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং দ্রালোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও উর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন । ‘অথ’ শব্দ (পঞ্চাস্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদগণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্রুরূপে চক্রবৎ সর্বদা গমনশীল (পরিবর্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন ; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে

(১২) তাৎপর্য—আদিত্যকে ‘পুরীষী’ বসিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ বেক্লপ ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে ; আদিত্যও সেই-রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন ; এবং তাহা দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করেন । মনু বলিয়াছেন—“আদিত্যাং জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নঃ ততঃ প্রজাঃ ॥”

অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন। [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ও ষড়রই হন, সর্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ ;
শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ধাময়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তি ; ইতর
ইতরস্মিন্ ॥১২

[সংবৎসরবৎ মাসোহপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইতাহ]—মাস ইতি । ['বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধো] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ ; তস্য (মাসরূপস্ত প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীরমাংসত্বাৎ) । শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিভাঃ) । তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ধাময়ঃ (প্রাণ-সর্বাঙ্গকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্বন্তি ; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্বাঙ্গকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্বন্তীতি শেষঃ] । প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্বন্তোহপি শুক্লপক্ষে এব কুর্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যাতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি ; প্রাণদর্শনহীনাস্ত শুক্লপক্ষে কুর্বন্তোহপি প্রাণদর্শনাভাবে কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্বন্তীতি প্রায়ঃ ।] ॥

[সংবৎসরের ত্রায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ ; তাহা প্রাপ-
নার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না ; সূর্য্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয় ; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে। স্থায়ের সাতটি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে এবং কালেরও নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক, এই কারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে। রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরক্কে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে ; এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক পৃথক ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব] এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অথকে অধরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্বাঙ্গকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই ।

স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য । সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাহারা প্রাণকে সর্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন ; তাহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন ; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যগ্নির্নিদং শ্রিতং * বিখ্যং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে । মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাভ্যকঃ । তত্ত্ব মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাসঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোহিত্যগ্নিঃ । যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্বমেব পশুস্তি ; তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেহপীষ্টঃ যাগং কুর্বন্তঃ শুক্লপক্ষ-এব কুর্বন্তি । প্রাণব্যতিরেকেণ 'কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যস্মাৎ ; ইতরে তু প্রাণং ন পশুস্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশুস্তি । ইতরে ইতরগ্নিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্বন্তি শুক্রে কুর্বন্তোহপি ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ ।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে ; সেই সংবৎসর-সংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরিসমাপ্ত আছেন । পূর্বোক্তলক্ষণ মিথুনাভ্যক (রয়ি ও প্রাণাভ্যক) প্রজাপতিই মাসস্বরূপ । সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ । যে হেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন ; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্ল পক্ষেই করিয়া থাকেন ; যে হেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না । কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না ; অদর্শনাভ্যক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে । অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অশ্রুত—কৃষ্ণ পক্ষেই করিয়া থাকে (১৪) ॥১২

* শ্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

(১৪) ভাৎপৰ্য্য—যাঁহারা সর্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সত্ত্বাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদের

অহোরাত্রৌ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্মাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব
রয়িঃ । প্রাণং বা এতে প্রক্ষন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ;
ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

[মাসরূপোহপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্র-
ইতি । অহোরাত্রঃ (দিবারাত্রাশ্রকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ । তস্ম
(অহোরাত্রাশ্রকস্য প্রজাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ),
রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অগ্নঃ—চন্দ্রঃ) । যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনেন)
সংযুজ্যন্তে, (সংবধাস্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রক্ষন্দন্তি
(নিঃসারয়ন্তি ; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ) । রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং
(ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ] । [তস্মাৎ দিবা গ্রামাধর্ম্মো
ন সেবনীয়ঃ ; রাত্রৌ তু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ ।] ॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা
(আদিতা ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রমাস্বরূপ ।
[অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিস্কৃত করে ; আর
যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা
দ্বারাই প্রাণ সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সোহপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেহহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে । অহোরাত্রৌ
বৈ প্রজাপতিঃ পূর্ক্ববৎ । তস্মাপ্যাহরেব প্রাণঃ অত্রা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ
পূর্ক্ববৎ । প্রাণম্ অহরাত্মানং বৈ এতে প্রক্ষন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষণয়ন্তি বা
স্বাশ্বনৌ বিচ্ছিত্ত্ব অপনয়ন্তি । কে ? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া
সহ জিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মৃঢ়াঃ । যত এবং, তস্মাৎ তন্ন
কর্তব্যমিতি প্রতিবেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ । যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ,
ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্বিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্তব্যমিতি । অয়মপি

নিকট জ্ঞানময় কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না ; হুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ণ করিলেও
তাঁহার গুরু-পক্ষোচিত কল লাভ করেন। আর বাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন ;
তাঁহার গুরুপক্ষে কাণ্ড করিলেও জ্ঞান-দৃষ্টির অভাবে কলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ণেরই কল লাভ
করেন—অকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অজ্ঞকার্য্যাদি ।

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ । প্রকৃতং তূচ্যতে—সোহহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতিব্রীহি-
ষবাণ্মান্বনা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের ঋয় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্থায়ী অবয়ব-ভূত
(মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া
থাকেন । পূর্বের ঋয় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং
রাত্রিই রয়ি (অন্ন—চন্দ্রমাঃ) । ইহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্ক-
ন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে । কাহারো ?—যে সমস্ত মৃত
দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবন্ধ হয়—মিথুনা-
ভাব বা মৈথুন আবরণ করে । যে হেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু
তাহা করা উচিত নহে ; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে)
প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে এই শ্রুতির অবতারণা হয়
নাই) । আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই
স্বরূপ ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই] ঋতুকালে ভাষ্যাভি-
গমন করা উচিত । এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫) ;
প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই
ব্রীহি-ষবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥ ১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ
প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নোত্তরং বক্তৃমুপক্রমতে অন্নমিত্যাदिना]—অন্নং (ব্রীহি-
ষবাদিরূপঃ) ১৭ (প্রসিদ্ধো) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ)
হ (অবধারণে) ১৭ (প্রসিদ্ধো) তৎ রেতঃ (শুক্রঃ) [নিষ্পত্তিতে ইতি শেষঃ] ।

(১৫) অতিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে, “কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজা-
য়ন্তে ।” অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ? এ পর্য্যন্ত বাহা বাহা বলা
হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ; প্রকৃত পক্ষে সে
গুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃ পর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে ।

তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ত্রীহি স্বাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি ; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবং ক্রমোহোরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণম্যতে ; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ । * কথম্ ? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতে সিত্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ;—যৎপৃষ্টং ‘কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে’ ইতি । তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অহোরাত্রাস্তেন অন্নরেতো-দ্বায়েণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন ; অন্নই সেই প্রজাপতি । কিরূপে ? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নর-বীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়] । যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্ম লাভ করে ?’ বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; পূর্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অহোরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানু-সারে রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্ম লাভ করে ; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥ ১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদ-য়ন্তে । তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যাং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠীতম্ ॥ ১৫

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্য ইতি । তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ) অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি

* এবং ক্রমেণ পরিক্রমা । তৎ অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

(অল্পতিষ্ঠতি) ; তে মিথুনঃ (পুত্রঃ কন্তাঃ চ) উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি) । যেবাং তপঃ (চান্দ্রায়ণত্রতাদি) ব্রহ্মচর্য্যং, যেবু চ] সতাং (অসত্যাত্মাবৎ) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজ্ঞাপতেরংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥

অতএব যাহারা সেই প্রজ্ঞাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাহারা মিথুন (পুত্র ও কন্তা) উৎপাদন করেন। যাহাদের তপস্তা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরভর আছে, এবং যাহাদের সত্য হু প্রতিষ্ঠিত আছে ; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাহাদেরই লভা হইয়া থাকে ॥১৫

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ ‘হ বৈ’ ইতি প্রসিদ্ধ-শ্রবণার্থো নিপাতো । তৎ প্রজ্ঞাপতেব্রতম্—ঋতৌ ভাৰ্য্যাগমনঃ চরন্তি কুর্কন্তি ; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্ । কিম্ ? তে মিথুনঃ পুত্রং হুহিতরক্ষোৎপাদয়ন্তে । অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূৰ্ণদন্ত-কারিণাং তেষামেব এষঃ যশ্চান্দ্রমসৌ ব্রহ্মলোকঃ পিতৃষাণলক্ষণঃ, যেবাং তপঃ স্নাতকত্রতাদি, ব্রহ্মচর্য্যম্ । ঋতোরন্ত্রা মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্ । যেবু চ সতামনতবজ্রনং প্রতিষ্ঠিতম্ অগ্ন্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজ্ঞাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভাৰ্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন ; ইহা তাহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল) । ইহা কি ? তাহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্তাসম্ভান উৎপাদন করিয়া থাকেন । (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পার-

(১৬) তাৎপর্য্য—যাহারা অজ্ঞ গৃহী, তাহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভাৰ্য্যাগমনরূপ প্রজ্ঞাপতি-ব্রত, প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্তা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না । আর যাহারা তপস্তা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোতাদি কৰ্ম্ম), পূৰ্ণ (বাপী কুপাদি ধন) এবং ‘দন্ত’ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজ্ঞাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাহারা ই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন । চন্দ্রও প্রজ্ঞাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে ‘ব্রহ্মলোক’ বলা হইয়াছে । ‘ইষ্ট’ ও ‘পূৰ্ণ’ কৰ্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বই প্রদত্ত হইয়াছে । এখন ‘দন্ত’ কৰ্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—“শরণাগত-সংরাগঃ ভূতানাং বাপা-হিসনম্ । বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥” অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্ব্বদা দান করা ; এই সকল কৰ্ম্ম ‘দন্ত’ বলিয়া কথিত হয় ।

লৌকিক ফল এই যে, পিতৃযাগগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইচ্ছ পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতক-ব্রত প্রভৃতি [৩] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমন্তং ন মায়া চেতি ॥১৬

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষাদ প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি । যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কোটিল্যং), অন্তং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন. মায়া (ছলং) চ ন [বিজ্ঞতে], তেষাং (জনানাং) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লাভ্যো ভবতি] ॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাঁহাদের কপটতা মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক [লাভযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যন্ত পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্মলোকবদ্ ব্রহ্মলো বুদ্ধিস্বাদিযুক্তঃ, অসৌ কেযাং ? তেষামিত্যাচাতে,—যথা গৃহস্থানাং ন্যমেনেকবিবৃদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্যাং জিহ্মং কোটিল্যং বক্রভাবোহবশ্যম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্ । যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমন্তমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিজ্ঞতে । মায়া নাম বহিরত্মা আত্মানং প্রকাশাত্মৈব কার্য্যং কৰোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা । মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষ্বধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষু-নিমিত্তাভাবান্ন বিজ্ঞন্তে; তৎসামান্য-রূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ । ইতোষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ । পূর্ব্বোক্তস্ত ব্রহ্মলোকঃ কেবলকামিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছকর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্বায্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ ।

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা ত্রাস-বুদ্ধি যুক্ত নহে । ইহা যাহাদের [লভ্য], তাহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যস্বাভাবী হইয়া থাকে, যাহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রৌড়া-কৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই ; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায় যাহাদের মায়া নাই । মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্তরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্তপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ । অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান ; আর পূর্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কৰ্ম্মাদিগেরই গন্তব্য স্থান ॥১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ ।



প্রশ্নোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ ! কতোব
দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে ? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে ? কঃ
পুনরেযাং বরিষ্ঠঃ ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

[পুরোক্তপ্রজাপতেরেব অগ্নিন্ শরীরেহপি ভোক্তৃত্বাদিকন্ অবধারয়িতুং
দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভাতে]—অথেতি । অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদভিঃ
ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিঙ্গলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ ! কতি (কিয়ৎ-
সংখ্যাকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষণ
ধারণন্তি) ? [এবু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরং) প্রকাশয়ন্তে
(আবিভাবয়ন্তি) । যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং সমাহায়াং
প্রকটয়ন্তি) । এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ ? ইতিশব্দঃ
(প্রশ্নসমাপ্তৌ) ।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয়
প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে] ।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইহাকে
(পিঙ্গলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ ! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর
জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন ? ইহাদের মধ্যে
কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন ? [এবং] ইহাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে ? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

প্রাণোহস্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্ত প্রজাপতিত্বমত্বঞ্চ অগ্নিন্ শরীরে-
হবধারণয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভাতে । অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো
বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্ ! কতোব দেবাঃ প্রজাং শরীররক্ষণাং বিধারয়ন্তে—
—বিশেষণ ধারণন্তে । কতরে বুদ্ধীশ্রিয়-কর্মেশ্রিয়বিভক্তানামেতং প্রকাশনং

স্বমাহাত্ম্যপ্রত্যাপনং প্রকাশয়ন্তে । কোহনৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কাণ্য-
করণলক্ষণানামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে)
উক্ত হইয়াছে । এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ
করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে—
'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক ; অনন্তর বিদর্ভদেশীয়
ভার্গব ইঁহাকে (পিপলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই
শরীররূপ প্রজাকে রিধ্বত করেন ?—বিশেষরূপে ধারণ করেন ?
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাহার
এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া
থাকেন ? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের
মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে ? (১) ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ
পৃথিবী বায়ানশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যাবিবদন্তি—
বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্ত উত্তরঃ দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি
তস্মৈ ইত্যাদিনা] ।—সঃ (পিপলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকঃ) তস্মৈ (ভার্গবায়)
উবাচ, —কিম্ ? ইত্যাহ—এষঃ (লোকে প্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (জ্যোতিমানঃ)
হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ
(জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি, ইত্যর্থঃ),

(১) ৩৭ পর্বা—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে
তদবিশয়ে প্রোক্তার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য ; কিন্তু চিন্তের একাগ্রতা না হইলে আত্ম-
জ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না ; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায় ; এই কারণে
এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে । এখানে 'প্রজা'
শব্দে স্বাবর-জঙ্গমাঙ্ক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে ; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক,
কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না । এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয়সমূহ বুঝিতে হইবে ।
ইন্দ্রিয় সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন ।

মনঃ (অন্তঃকরণং), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, চকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) । তে (উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাস্) প্রকাশ্য (ইদং শরীরং নির্দিষ্ট, স্বমাহাত্ম্যং বা উদঘোষ্য) অতিবদন্তি (অগ্নোত্তমং স্পর্দ্ধাং কুর্বন্তঃ বদন্তি); [যৎ] বয়ঃ [এব] এতৎ বাণং (বাত—কর্শ্বক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং) অবষ্টভ্য (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা স্পষ্টং ধারয়ামঃ [ইতি] ॥

তিনি (পিঙ্গলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্শ্বেন্দ্রিয় সমূহ), মনঃ (অন্তঃকরণ), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়) । তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টক করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীররাস্তকাণি, বাঙ্-মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-মিত্যাदीনি কর্শ্বেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ । (২) কার্যালক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবাস্থানো মাহাত্ম্যং প্রকাশ্যং প্রকাশ্যভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ । কথং বদন্তি ? বয়মেতদ্বাণং শরীরং কার্যকরণসত্ত্বাত্তমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্বাদয়ঃ অবিশিষ্টানীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ । মনৈবৈকেনায়ং সজ্বাতো ধ্রুত হত্যেকৈকশ্চাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি (পিঙ্গলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্শ্বেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ । সেই দেবগণ স্বীয় মাহাত্ম্য

(২) শরীরঃ ধারয়ন্তে ॥ তন্মধ্যে কর্শ্বেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাত্ম্যাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল । কি প্রকারে বলিল ? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি । প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে, এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ ; অহ-
মেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবচ্ছিত্য বিধারয়ামোতি, তেহশ্রদ্ধধানা বভূবুঃ ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়ানি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা] ।—
বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ—
[যুষ্মৎ] মোহং (বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং) মা (ন)
আপদ্যথ (কুরুত) ; [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা শ্রুতং, তথা)
আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকাঠৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ
বাণং (শরীরং) অবচ্ছিত্য বিধারয়ামি (বিশেষণে ধারয়ামি), ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ)
তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্ধধানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুমসমর্থ্যঃ) বভূবুঃ ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্বোক্ত অভিমান-
কারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ
অভিমান করিও না ; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত
করিয়া এই শরীর অবচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি । তাহারা
[কিন্তু এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না ; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে
পারিল না) ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্,—মা মৈবং মোহ-
মাপদ্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত ; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্ত কৃৎস্না
বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্ধানা অপ্রত্যয়বস্তো বভূবুঃ—
কথমেত্তদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—
মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ
অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না ; যেহেতু আমিই আপনাকে
পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টক (স্ফুট) করিয়া
বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার
অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ ইহা বলিলে পর
তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস
করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

সোহভিমানাদৃদ্ধমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্মুৎক্রামত্যেতরে
সৰ্ব্ব এবোৎক্রামন্তে ; তস্মিন্মুৎক্রামন্তে প্রতিষ্ঠিতমানে সৰ্ব্ব এব
প্রতিষ্ঠন্তে । তদগথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তঃ
সৰ্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিন্মুৎক্রামন্তে প্রতিষ্ঠিতমানে সৰ্ব্বা এব
প্রতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রীতাঃ প্রাণং
স্তুষন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) উর্দ্ধং উৎক্রামতে
ইব (দেহাদবহির্গস্তমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্ততস্ত ন উৎক্রামন্তবান্] ; তস্মিন্ (প্রাণে)

(২) তাৎপৰ্য্য—‘প্রাণ’শব্দে প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায় । তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই
প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য । মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন
ক্রিয়ামুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান । তন্মধ্যে,
উর্দ্ধগমনশীল এবং মুখ-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী অধোগামী অপান ; সৰ্ব্ব
শরীরবস্তী এবং আকুঞ্চন-প্রসারণাদিশীল—ব্যান, উন্নয়নকারী এবং উল্লারাদি-সাধক—উদান,
এবং শরীরস্থ ভূত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরূধিরাদি ভাব-সাধক—সমান । প্রাণায়াম কার্যে
এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয় ।

উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরং) ইতরে (অপরে) সর্কে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃ-
প্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্য প্রাণে) চ [পুনঃ]
প্রতিষ্ঠমানে (স্থস্থিতে সতি) সর্কে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (স্থস্থিতা
বভূবুঃ) । তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজং)
উৎক্রামন্তং (উদগচ্ছন্তং) [অনুসৃত্য] সর্কা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্
(মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্কা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে
(অবস্থিতা ভবন্তি । বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রঃ চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি)
এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ) । তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাশ্বাদর্শনেন]
প্ৰীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণঃ স্তবন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তবন্তি) ॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে উল্কে উৎক্রান্ত হইতেই (দেহ হইতে বহির্গত
হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও
উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই স্থস্থির
হইল । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মোমাছির রাজাকে)
উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে
স্থস্থির হইলে, অপর সকলেও স্থস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রঃ
ঐক এইরূপ । তাহার প্রাণমাহাশ্বাদর্শনে প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া
থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাক্তরত্নাশ্বাম্ ।

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্ধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ উদ্ধমুৎক্রামত ইব
উৎক্রামতীব ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্মুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ
দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্মুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ক
এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিন্শ্চ প্রাণে প্রাতিষ্ঠ-
মানে তৃষ্ণাঃ ভবতি অনুৎক্রামতি সতি সর্ক এব প্রাতিষ্ঠন্তে তৃষ্ণাঃ ব্যবস্থিতা
বভূবুঃ । তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম্
উৎক্রামন্তঃ প্রতি সর্কা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিন্শ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্কা এব প্রাতিষ্ঠন্তে
প্রতিতিষ্ঠন্তি । যথায়ঃ দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রাণ্ডেত্যাদয়ঃ, তে
উৎসৃজ্যাশ্রদ্ধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাশ্বাং প্ৰীতাঃ প্রাণঃ স্তবন্তি স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্তের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্বৃত্ত হইল । প্রাণ উৎক্রমণোদ্বৃত্ত হইলে পর যাহা ঘটয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মান করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্বৃত্ত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল ; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তুষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল । এতদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকর-রাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোহগ্নিস্তপত্যেয সূর্য্য

এষ পর্জ্জন্তো মঘবানেষ বায়ুঃ ।

এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ

সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদি না ।]—এষঃ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (জাপঃ করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে] । এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) [বর্ষতি] । এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্বং রক্ষতি] । এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবতি] [এবং সৰ্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্ ।] এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা)

পৃথিবী (ধরিত্রী) রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ) সৎ (সূক্ষ্মং কারণং) অসৎ (স্থূলং কার্যং) চ অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরগন্ধ্যভাবং ব্রহ্মাদিভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ] ।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্বভিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়িঃ (অন্ন—চন্দ্র) । [অধিক কি,] যাহা, সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পৰ্জ্জন্তঃ সন্ বর্ষতি । কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, ঈজিষাঃসত্যসুররক্ষাংসি । এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ । কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়ির্দেবঃ সর্বস্য জগতঃ সৎ, মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকার?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পৰ্জ্জন্ত (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন । আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু । অপিচ, ইনি পৃথিবী এবং ছোতমান রয়িঃ (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [ধারক হন] । আর অসৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও সৎ (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ঋচো যজুশ্বি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

[কিং বহ্না,] রথনাভৌ (রথচক্রস্ত নাভিরক্কে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তঃ, অগ্নি-চন্দ্রা-দিকং বা) প্রতিষ্ঠিতং । [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজুশ্বি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ)

যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞসম্পাদকো
বিজ্ঞাতিঃ) । চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ] ॥

আর বেশী কি ? রথচক্রেঃ নাভিতে শলাকা-সমূহের ত্রায় [শ্রদ্ধাদি নাম
পর্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, ঋক্, এবং যজুঃ
ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে] ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামান্তং সর্বং স্থিতিকালে প্রাণে
এব প্রতিষ্ঠিতম্ । তথা ঋচৌ যজুংয সামান্যোতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যাশ্চ যজ্ঞঃ,
ক্ষত্রঞ্চ সর্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্যকর্তৃৎসেধিকৃতঞ্চ এতেষ প্রাণঃ
সর্বম্ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ত্রায় শরীরাব-
স্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত
[আছে] (১২) । সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ,
মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্মের কর্তৃত্বাধিকারী
ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে

ত্বমেব প্রতিজায়সে ।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্তুমা বলিং হরন্তি

যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

অপিচ, [হে প্রাণ !] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি
(তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপাদ্যসে) [চ] । হে প্রাণ !
ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যং উপহারং)
হরন্তি, যঃ স্বঃ প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) সহ প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্তসে) ॥

(১২) তাৎপর্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নামপর্যন্ত পঞ্চদশ কলার
উল্লেখ আছে ।

হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর । হে প্রাণ ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতৃর্ন্যাতৃশ্চ প্রতিক্রপঃ সন্ প্রতিজায়সে ; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধঃ তব মাতৃপিতৃভ্যম্ ; সর্বদেহ-দেহা-কৃতিচ্ছদনা একঃ প্রাণঃ সর্বাঙ্গাসীত্যর্থঃ । তুভ্যং স্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যান্যাঃ প্রজাস্ত হে প্রাণ ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি । যতস্বঃ প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্কণরীরেষু, অতস্বভাং বলিং হরন্তীতি বৃত্তম্ । ভোক্তাসি যতস্বং, ওবৈবান্তং সর্কং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর । প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে । তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্বাত্মক হইতেছ । হে প্রাণ ! এই যে মনুষ্যাदि প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে । যে হেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণ সমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে । যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগ্যই (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

(১৩) তাৎপৰ্য্য = প্রাণ যখন প্রজাপতিস্বরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্বাঙ্গক, তখন প্রাণও সর্বাঙ্গক ; সুতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে । জীবদেহে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না ; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের আশঙ্ক অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া থাকে ।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।

ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্কাজ্জিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

বিভূতান্তরমাহ—দেবানামিতি ।—[হে প্রাণ !] [স্বঃ] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষাতাদীনাম্) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তিসাধনম্), [তথা] অথর্কাজ্জিরসাম্ (অজিরসভূতানাম্ অথর্কণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণ-রূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ) ॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিষ্করূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তিসাধন, অথর্কাজ্জিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাষ্করূপ [হও] ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, দেবানামিত্তাদীনাম্ অসি ভবসি স্বঃ বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃভূতমঃ । পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে বা পিতৃভ্যো দীয়েতে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি ; তন্ত্ৰা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা স্বমেবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাম্ প্রাণানাম্ অথর্কাজ্জিরসাম্ অজিরসভূতানাম্ অথর্কণাং তেষামেব “প্রাণো বা অথর্কঃ” ইতি শ্রুতেঃ । চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহ-ধারণাদ্র্যপকারলক্ষণং স্বমেবাসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক) । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য-প্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয় ; এই কারণে স্বধাকে ‘প্রথমা’ বলা হইয়াছে । তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক । আরও এক কথা, অজিরস অর্থাৎ অজিরসস্বরূপ অথর্ববন, ঋষিগণের অর্থাৎ

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ
চেষ্টাও তুমিই । শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ‘প্রাণই অখর্ব্বা ।’
[তদনুসারে ‘অখর্ব্বা’ শব্দে ‘প্রাণ’ অর্থ বুঝিতে হইবে] ॥ ২৪ ॥ ৮

ইন্দ্রস্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা ।

ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, হে প্রাণ ! স্বং ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূৰ্ব্বং মঘোন
উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ভ্রাত্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ] । অস (ভবসি) । তেজসা
(বীৰ্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোহসি) । পরি (সমস্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি] ।
স্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্ব্যগ্নেকৈ) চরসি (ভ্রমসি) । স্বং জ্যোতিষাং পতিঃ
(প্রভুঃ) [অসি] ॥

হে প্রাণ ! তুমি ইন্দ্র স্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ,
এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও । তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং
তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্বং হে প্রাণ ! তেজসা বীৰ্য্যেণ রুদ্রোহসি সংহরন্ জগৎ ।
স্থিতৌ চ পশ্যি সমস্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা ; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যোন
রূপেণ । ত্বম্ অন্তরিক্ষে অগ্নস্তং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্বমেব চ সর্বেষাং
জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, হে প্রাণ ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই]
স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই
শাস্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক । তুমি সূর্য্যরূপে
অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই
সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষশ্রুথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ ।

আনন্দরূপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

অপিচ, হে প্রাণ ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জন্তরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) ‘কামায় (ইচ্ছানুরূপং)
অন্নং ভবিষ্যতি’ ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ)
তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ) । যদ্বা, ‘প্রাণতে’ ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ
প্রাণতে প্রাণচেষ্টাঃ কুর্কস্বীত্যর্থঃ । অন্তঃ সমানম্ ॥

হে প্রাণ তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই ‘ইচ্ছানুরূপ
অন্ন হইবে’ এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া
থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদা পর্জন্তো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে
প্রাণচেষ্টাঃ কুর্কস্বীত্যর্থঃ । অথবা প্রাণ ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্ব-অভূতাঃ ত্বদ-
সংবদ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেন আনন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি ।
‘কামায় ইচ্ছাতোহন্নং ভবিষ্যতি’ ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তুমি যখন নেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত
হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, (বাঁচিয়া থাকে) । অথবা হে
প্রাণ ! তোমার আত্মভূত এই প্রজাগণ তোমার অর্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া,
তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই
যেন অবস্থান করে । [তাহাদের] অভিপ্রায় এই যে, [এখন]
ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়] । ২৬ ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরভা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ ।

বয়মাদ্যশ্চ দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্চ নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১

বিশ্ব, হে প্রাণ ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজ্ঞত্বাদেব সংস্কারক-পিতাদেরভাবে)

* প্রাণৈকঋষিরভা বিশ্বস্যোতি বা পাঠঃ ।

অসংস্কৃতঃ,) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোহগ্নিঃ সন্) অতা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্ত্র (জগতঃ) সংপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি] । বয়ং (করণবর্গাঃ) আগ্নস্ত্র (প্রথমজ্ঞস্ত্র) তব (প্রাণস্ত্র) [ভক্ষণীয়স্ত্র হবিষঃ দাতারঃ । ত্বং মাত-
রিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন! ত্বং নঃ (অস্মাকং)
পিতা [অসি] ॥

হে প্রাণ ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি সংস্কারহীন), একর্ষিনামক অগ্নিরূপে অতা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিগুরুপ । আমরা তোমার আদি পুরুষ ভক্ষণীয় [হবি] প্রদান করিয়া থাকি । হে মাতরিশ্বন (বায়ুরূপিন্) তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ) ॥ ২৭ ॥ ১১ ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, প্রথমজ্ঞাদগ্নস্ত্র সংস্কর্তুঃ রূপবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ । হে প্রাণ এক ঋষিঃ ত্বম্ আখর্কগণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অতা সর্বহবিষাম্ । ত্বমেব বিশ্বস্ত্র সর্বস্ত্র সতো বিশ্বমানস্ত্র পতিঃ সংপতিঃ, সাধুর্কী পতিঃ সংপতিঃ । বয়ং পুনরাগ্নস্ত্র তব অদনীয়স্ত্র হবিষো দাতারঃ । ত্বং পিতা মাতরিশ্ব ! হে মাতরিশ্বন নোহস্মাকম্ । অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম্ । অতঃ সর্বশ্রেষ জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ হে প্রাণ, সর্বপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়, তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪) অভিপ্রায় এই যে, তুমি

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে বাজবল্ক্য বলিয়াছেন—“অত উর্দ্ধং পত্তন্ত্যোতে সর্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ । সাবিধীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যন্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে, তাহা হইলে ‘ব্রাত্য’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । তাহার সর্বধর্ম্মরহিত, পাতকী; ব্রাত্যন্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহার নিষ্কৃতিলাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজ্ঞাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, বাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে । তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে ; ব্রাত্যদোষদ্বষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত ক্রতি প্রাপ্তিতে এসঙ্গে যখন ‘ব্রাত্য’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিল্লাবাপ্তক হইতে পারে না ; নিল্লা হইলে আর স্তুতি হয় না । এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাব শুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্ত আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না ; হুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না ।

তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ । তুমি এককথায় অর্থাৎ আত্মবর্ণনাদিগের প্রসিদ্ধ একবর্ণনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা ; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সংপতি, অথবা সংপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি । আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা । হে মাতরিশ্ব ! (মাতরিশ্বন্ বায়ো) ! তুমি আমাদের পিতা । অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা ; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি ।

যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

[কিং বহনা]—তে (তব) যা তনুঃ (বাক্শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা) যা (তনুঃ) শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনুঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা] । যা চ (অপি) মনসি (অস্থঃকরণে) সন্ততা (অহুগতা) [বর্ততে] । তাং (তনুং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু ; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ] ॥

[হে প্রাণ !] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে] । আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে ; তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর; উৎক্রমণ করিও না ; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

শাকর ভাষ্যম্ ।

কিং বহনা, যা তে হৃদীয়া তনুঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ক্বতী । যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি । যা মনসি সম্ভ্রাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমহুগতা তনুঃ । তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষী-রিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই ; হৃদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃত্বের বাগিন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করে ; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্ৰিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সংকল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণশ্চেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩॥

ইত্যর্থবদৌষ-প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্ততিমুপসংহরতি প্রাণশ্চেত্যাদিনা ।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্বং (বস্তু) প্রাণস্ত (পঞ্চবৃত্ত্যায়কস্ত তব) বশে (অধীনতয়াঃ) [বর্ততে] । মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্] রক্ষস্ব (পালয়স্ব) ; নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ) । নেদানৌ পূর্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, তদধীনা বয়ং, অতঃ অস্বংকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ ।

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত । [হে প্রাণ !] মাতা ঘেরূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদেরকে] রক্ষা কর; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিং বহুনা, অগ্নিন্ লোকে প্রাণশ্চৈব বশে সর্বমিদং যৎকিঞ্চিৎপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়স্তাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাহ্যপভোগলক্ষণং, তস্মাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা । অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব । ত্বগ্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বংস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেতার্থঃ । ইত্যেবং সর্বাশ্রয়তয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজ্ঞাপতিরবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই ; ইহলোকে যাঁহা কিছু উপভোগ-যোগ্য বস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাঁহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক ; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর । যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ত্রীও তোমার অধীন, [অতএব) সেই ত্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর । এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ ।



প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং কোসল্যাশাখলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত
এষ প্রাণো জায়তে ? কথমায়াত্যান্মিঞ্জুরীর আত্মানং বা প্রবি-
ভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে ? কেনোৎক্রমতে ? কথং বাহুমভিধত্তে ?
কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

[প্রাণস্ত প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিষ্ট তন্ত্ৰৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি
নির্দারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি । অথ—(বেদভিত্তিশ্রুতানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কোসল্যাঃ
হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিঙ্গলাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্ ! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণ-
বিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ? কথং (কেন হেতুনা বা) অস্মিন্ শরীরে
আয়াতি (প্রবিশতি) ? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতি-
ষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি) ? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অন্মচ্ছরীর-
দ্রুৎক্রমতি) ? কথং (কেন রূপেণ) বাহুং (অধিতৃতং অধিদৈবতং চ) অভি-
ধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতিশেষঃ] ।
ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

অনন্তর কোসল্যা আশ্বলায়ন ইহাকে (পিঙ্গলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন,
ভগবন্ ! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে ? কিরূপে এই শরীরে আগমন
করে ? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে ?
কিরূপে উৎক্রমণ করে ? (দেহ হইতে বহির্গত হয় ?) এবং কিরূপে বাহু ও অধ্যাত্ম
(শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে ? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তিসূচক ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হৈনং কোসল্যাশাখলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণোহ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দারিততর্কৈঃ

উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ শ্রাদ্ধস্য কার্যত্বম্ ; অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কৃতঃ কস্মাৎ কারণাদেব যথাবধূতঃ প্রাণো জায়তে ? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবিশেষেণ অয়াত্যস্মিন্ শরীরে ; কিংনিমিত্তকমশ্চ শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ । এবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানাং বা প্রাবভজ্য প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠিতে প্রতি-
 তিষ্ঠতি ? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অস্মাৎ শরীরং উৎক্রমতে উৎক্রামতি ।
 কথং বাহম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধতে ধারয়তি ? কথমধ্যাত্মম্ ইতি
 ধারয়তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 পূর্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের ওষ উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ
 শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু
 (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্যত্ব (জ্ঞাত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে ;
 এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্ ! যথাবধূত (পূর্বের
 যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম-
 লাভ করে ? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে
 আগমন করে ? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি ? শরীরে
 প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান
 করে ? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে
 (বহির্গত হয়) ? কিপ্রকারেই বা বাহু—অধিভূত ও অধিদৈবত
 বিষয়কে ধারণ করে ? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা
 কিপ্রকারে ধারণ করে ? ৩০ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি,
 তস্মান্তেহহং ব্রবীমি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সঃ (পিপলাদঃ) তস্মৈ (কোশলায়) উবাচ—[ত্বং] অতিপ্রশ্নান্ (হবি-
 জ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি ; [অতঃ ত্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি
 (ভবসি) ইতি । তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং
 কথয়ামীতি ভাবঃ) ॥

তিনি (পিঙ্গলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুজ্জৈয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, [অতএব তুমি] অন্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ । এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

ইতোবং পৃষ্টন্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব ভাবং দুর্জিজ্ঞেয়ত্বাৎ বিষম-
প্রশ্নার্থঃ, তস্তাপি জন্মাদিভ্বং পৃচ্ছসি, অতঃ অতি প্রশ্নান পৃচ্ছসি । ত্রিকিষ্টোহশৌচ অতি-
শয়েন স্বং ব্রহ্মবিদ, অতস্তষ্টোহহং ; তস্মাস্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎপৃষ্টং ; শৃণু ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আচার্য্য (পিঙ্গলাদ) পূর্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুজ্জৈয়ত্বনিবন্ধন বিষম (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ । [অতএব তুমি] ত্রিকিষ্ট,—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুমি [হইয়াছি], সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে । যথৈষা পুরুষে ছায়া,
এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্জুরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ ‘আত্মন’ ইত্যাদিনা] ।—এষঃ (পূর্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপত্ততে) । [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে (দেহে) [দেহনিমিত্তা] বথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তং অনুগতমিত্যর্থঃ) । মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আগ্রাতি (আগচ্ছতি) ॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে । পুরুষদেহে
যে রূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে)
আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি ছায়া] এই স্থল শরীরে
আগমন করে ॥ :২ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ পরম্যাং পুরুষাদক্ষরাং সত্য্যং এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে । কথং ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যামিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে ; তথ্যং এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়মমৃতরূপং তথ্যং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ । ছায়ৈব দেহে মনোকৃতেন মনঃ-কৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্মানিমিত্তেন ইত্যেতৎ । বক্ষ্যতি হি—“পুণ্যেন পুণ্যম্” ইত্যাদি । “তদেব সত্ত্বঃ সহ কৰ্ম্মণৈতি” ইতি চ শ্রুত্যস্তরাং । আত্মাতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে । কিপ্রকারে ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে) ; দেহ-গত-মনঃকৃত অর্থ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদি দ্বারা সম্পাদিত কৰ্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে । শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, ‘পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)’ ইত্যাদি । আসক্ত পুরুষ কৰ্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাঁহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে ।] এই অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

যথা সত্ৰাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠন্তেতি ; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধন্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

যথা সত্ৰাট্ (সাক্ষরভোমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) “এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠন্ত (অধিষ্ঠান পালয়)” ইতি [কৃত্বা] বিনিযুক্তে (নিয়োজয়তি) । এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধন্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুক্তে) ॥

সম্রাট্ বেরূপ ‘এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর’ বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যথা যেন প্রকারেণ লোকে রাজা সম্রাডেব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুক্তে । কথম্ ? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠেতি । এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আশ্রভেদাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথা-স্থানং সন্নিধন্তে বিনিযুক্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে রাজা সম্রাট্‌ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে ; কিরূপে (নিযুক্ত করে) ? (তুমি) ‘এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর,’ [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণ ও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্-ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ুপস্থেহপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে ; মধ্যে তু সমানঃ ; এষ হেতুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥৩৪।৫॥

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্ত সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্যপ্রাণৈশ্চৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ুপস্থে ইত্যাদি। পায়ুপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ুপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুক্ত প্রাণ ইতিশেষঃ] । মুখ-নাসিকাভ্যাং (সহ, মুখে নাসিকায়ং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্নিধন্তে । মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [সন্নিধন্তে] ; হি (বশ্যং) এষঃ (সমানঃ) হতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-কথিরাদি-

ভাবেন পরিণময়তি) । তস্মাৎ (প্রাণায়েঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-
নাসিকাজ্ঞাঃ) অর্চিবঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি ॥

[উক্ত প্রাণই] অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে] ; এবং প্রাণ,
নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে । সমান আবার মধ্যস্থানে
[নাভিতে] [অবস্থান করে] ; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হৃত (ভুক্ত) ;
অন্যকে সমতা প্রাপ্ত করান । তাহা হইতে (প্রাণায়ি হইতে) এই সাত প্রকার
দীপ্তি (চক্ষুর্দয়, শ্রোত্রদয়, নাসিকাদয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত
হইয়া থাকে ॥৩৪।৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

তত্র বিভাগঃ—পায়ুপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ুপস্থং, তস্মিন্ । অপানম্
আত্মভেদং মূত্রপূরীষাঅপনয়নং কুর্সন্ সন্নিধন্তে তিষ্ঠতি । তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে
চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাত্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ
মুখনাসিকে, তাত্যাং মুখ-নাসিকাত্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সত্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতি-
ষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি । মধ্যে তু প্রাণোপনিষদে স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং
পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ । এষ হি বস্মাদবদেতৎ হৃতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মায়ৌ
প্রাক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেক্কনাদয়েরৌদর্ঘ্যাৎ হৃদয়দেশং
প্রাপ্ত্যাং এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চিষা দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যঃ ।
প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয় প্রকাশ ইত্যতি প্রায়ঃ ॥৩৪।৫॥

ভাষ্যমুবাদ ।

নিয়োগ বিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র-পূরীষাদি অপনয়ন
করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ-
রূপ অপান বায়ুকে [সত্রাট্স্থানী প্রাণ] পায়ুপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ
প্রদেশে নিযুক্ত করেন । সেইরূপ সত্রাট্স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও
নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে
অবস্থিতি করেন । আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভি-
দেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতি-
সাধন) ‘সমান’-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে । যেহেতু এই

সমানই হত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অল্পকে সমগ্রাপ্রাপ্ত করায় ; অশিত ও পীত বস্তুই বাহার ইন্দ্রন (কার্ত্ত) ; হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চিঃ—দৌশ্চি নির্গত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হোষ আত্মা ; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তামাং শতং শতমেকৈকশ্রাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাম্‌ ব্যানশ্চরতি ॥৩৫।৬॥

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে] । অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্যা ইত্যর্থঃ) । তামাং (নাড়ীনাং) একৈকশ্রাং (একৈকশ্রা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যাঃ) । প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকশ্রাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যাঃ সন্ত্য্যর্থঃ] । আত্ম নাড়ীযু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে] । এই হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে ; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে] ; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বায়ান্তর বায়ান্তর হাজার নাড়ী আছে ; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥৩৫।৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

হৃদি হোষ ইতি । পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ । অত্র অগ্নিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যায় প্রধাননাড়ীনাং ভবতি । তামাং শতং শতম্ একৈকশ্রাং প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ । পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বৈদ্বৈ সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি । সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং

সংখ্যা প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি । আত্ম নাড়ীযু ব্যানো বায়ুশ্চরতি । ব্যানো ব্যাপনাৎ । আদিত্যাদিৎ রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সৰ্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সৰ্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বৰ্ত্ততে । সন্ধিস্থকমৰ্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপান-বৃত্তোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীৰ্য্যবৎকৰ্ম্মকর্ত্তা ভবতি ॥৩৫।৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন] । এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে ; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে । পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার । সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়ান্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে । এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে । [সর্ববশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান । আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের স্তায় হৃদয় হইতে সর্বাব্যবগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে । [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মৰ্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যান-বায়ুই] বীৰ্য্য-সাধ্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োৰ্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নৱতি, পাপেন পাপমুভাত্যামেব মনুষ্যালোকম্ ॥৩৬॥৭॥

(উদানোঃ “কেনোৎক্রমতে” ইত্যস্ত প্রশস্তোত্তরং বক্তুং উদানবায়োঃ সঞ্চরণ-স্থানমাহ—) অথৈতি । অথ (অথৈতি বৃত্তান্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, “অথ বঃ প্রাণাপানয়োঃ সাক্ষঃ ; স ব্যানঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ বলবান পুরুষ যখন ধনুর নক্করকণ ও যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিবাস-প্রবাস, উত্তরই রুদ্ধ থাকে ; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে ‘ব্যান’বায়ু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

ভেদঃ) একরা (একশততমরা সুষুম্নানাভ্যা) উদ্ধঃ (উদ্ধ'গামী সন্) পুণ্যেন (কৰ্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নরতি (প্রাপন্নতি) ; পাপেন (কৰ্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নরতি]। উভাভ্যাং (তুলাবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যালোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নরতীতি শেষঃ] । [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নরতীতি সূচিতম্] ॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা উদ্ধ'গামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যালোকে আর পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যালোকে লইয়া যায় ॥৩৬।৭॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ ।

অথ বা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উদ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একরা উদ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নরতি প্রাপন্নতি ; পাপেন তদ্বি-পরীতেন পাপং নরকং তির্যগ্‌যোনাৎ দিলক্ষণম্ । উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যামেব মনুষ্যালোকং নরতীত্যনুবর্ততে ॥৩৬।৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]— সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি উদ্ধ'গামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু উদ্ধ'গামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যালোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায় ; আর তদ্বিপরীত পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায় । উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্বারা মনুষ্যালোক প্রাপ্ত করায় । “নরতি” (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহুঃ প্রাণঃ, উদয়তোষ হেনং চাক্ষুষং
প্রাণমনুগৃহ্নানঃ । পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্তাপানমবষ্ট-
ভ্যাস্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

[“কথং বাহুমভিধত্তে, কথমধ্যাক্ষম্” ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে ।
তত্র চ “এতদাখ্যানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে,” ইত্যেতস্তোত্তরেণৈব অর্থঃ
প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাক্ষমভিধত্তে, ইত্যধ্যাক্ষবিষয়কপ্রশ্নস্তোত্তরং সম্পন্নং ;
তদিদানীং “কথং বাহুমভিধত্তে” ইত্যেতত্তরমাহ]— “আদিত্যঃ” ইত্যাদিনা ।

আদিত্যঃ (সূর্য্যামণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহুঃ
(অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্
অধ্যাক্ষং) চাক্ষুষং (চক্ষুষি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্নানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং
কুর্স্বন) উদয়তি (উদগচ্ছতি) । [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যাভিমানিনী) যা দেবতা, সা
এষা (দেবতা) পুরুষস্ত (শিরঃপাণাদিমতঃ) অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা
বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্স্বতী বর্ততে ইতি শেষঃ] । অন্তরা (দ্বাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে)
যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ
সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ) ॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহু প্রাণস্বরূপ ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের
প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন । পৃথিবীর অভিমানিনী
যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন ;
আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান
বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে, সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই]
ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধৌ হৃদৈবতং বাহুঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদগচ্ছতি ।
এষ হি এনম্ আধ্যাক্ষিকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্নানো রূপো-
পলকৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্স্বন্নিত্যর্থঃ । তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা
প্রসিদ্ধা, সৈষা পুরুষস্ত অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্য এষ অপকর্ষ-
ণেন অনুগ্রহং কুর্স্বতী বর্ততে ইত্যর্থঃ । অন্তরা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ, সাবকাশে

বা উদগচ্ছেৎ । যদেতৎ অন্তরা মধো জ্বাপা পৃথিব্যাঃ য আকাশঃ, তৎসো বায়ু-
রাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ । স সমানঃ—সমানম্নুগ্ৰহানো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ;
সমানস্ত অন্তরাকাশস্থদ্যুতামাশ্রাৎ । ব্যানঃ—সামান্তেন চ যো বাহো বায়ুঃ,
স ব্যাপ্তিসামাশ্রাদ্ ব্যানম্নুগ্ৰহানো বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহু অর্থাৎ অবিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ ;
যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে
অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের
নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন । সেইরূপ
পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের
(প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবস্টক বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত
করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া
বর্ত্তমান আছেন ; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ
অধঃপতিত হইত, না হয় উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত, [কিছতেই স্থির থাকিত
না] । আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ ; মঞ্চস্থ পুরুষ
যেরূপ ‘মঞ্চ’ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও ‘আকাশ’
বলিয়া কথিত হইয়াছে । সমান বায়ু ও শরীরের মধ্যস্থলে আকাশ
থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে
অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন । আর এই যে, সাধারণ
বহির্ভূতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যান-
বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রি-
য়েশ্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

হ’ ইত্যবধারণে, ‘বৈ’ প্রসিদ্ধো । তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ তেজঃ এব)
উদানঃ (উদানবৃত্তেরমুগ্রাহকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তঃ

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ ।

নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উগ্ৰা যশ্চ, সঃ) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতাশ্রমাপত্ত্যমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু ; এজন্ত, উপশাস্ততেজাঃ (বাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সেই লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতা-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত পুনর্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

যদ্বাহং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমন্মু-গৃহ্ণাতি—স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোহন্মু-গৃহীত উৎক্রান্তিকর্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশাস্ততেজা ভবতি ; উপ-শাস্তং স্বাভাবিকং তেজো যশ্চ সঃ, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমুর্ষুং বিত্যাৎ । স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে । কথম্ ? সহেন্দ্রিয়ৈশ্বর্যমসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশন্তি-ক্ষীণাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান ; অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করে ; যেহেতু উৎক্রমণের কর্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত ; সেই হেতু, সাধারণ লোক যখন উপশাস্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উগ্ৰা যখন নষ্ট হইয়া যায় ; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমুর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয় । সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় ; কি প্রকারে ?—মনে সম্পদ্য-মান—প্রবিশিত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

* তাৎপৰ্য্যঃ—মৃত্যু সময় জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্তা বলা হইয়াছে ।

† তাৎপৰ্য্যঃ—জীব মৃত্যুকালে স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে । ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে ‘তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্প্রতিত্যক্তঃ প্রল-নিরূপণাভ্যাং ।’ এই সূত্রের অধিকরণে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে ।

যচ্চিন্তন্তেনৈষ প্রাণমায়্যতি প্রাণন্তেজসা যুক্তঃ :

সহায়ানা যথাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিন্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিন্তং অন্তঃকরণং যন্ত, স তথোক্তঃ) ভবতি ; তেন চিন্তেন (চিন্তজাত-সংকল্পেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি-শূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ] । প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুরূপা উন্নয়ন) যুক্তঃ সন্ আয়ানা (ভোক্তা জীবেন) সহ যথাসংকলিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং স্বর্গনরকাদি-রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপন্নতীতার্থঃ) । যদা, আয়ানা স্মেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ] ।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিন্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকলানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

মরণকালে যচ্চিন্তো ভবতি, তেনৈষ জীবঃ চিন্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়্যতি । মরণকালে ক্লীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যায় প্রাণবৃত্ত্যৈব অব-তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছৃসিতি জীবতীতি । স চ প্রাণ-তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহায়ানা স্বামিনা ভোক্তা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণন্তঃ ভোক্তারঃ পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কলিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[জীব] মৃত্যুসময়ে বেরূপ চিন্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিন্তের সহিত অর্থাৎ (চিন্তজাত) সঙ্কল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্লীণ হইয়া যায়, কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে । তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছৃসিত—জীবিত আছে । সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উদ্বার)

সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানু-সারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ; ন হ্যস্মি প্রজা হীয়তে ;
অমৃতো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

[প্রাণ-বিজ্ঞানশ্রু ফলমাহ] -য এবমিতি । যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজ্ঞানাতি) ; অস্মি (প্রাণবিদ্যঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিন্ততে) । [মরণোত্তরং চ দঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্মাযুক্তঃ) ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্মীতি শেষঃ ॥]

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানে, তাহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না । তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন । এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্কিংশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তন্মুদং ফলমৈহিকমামুগ্মকঞ্চ উচ্যতে—ন হ্যস্মি নৈবাস্মি বিদ্যঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিন্ততে । পতিতে চ শরীরে প্রাণসাজ্জ্বাতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি । তৎ এতস্মিন্নর্থং সজ্জপাতিধায়ক এষ শ্লোকো নন্বো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—“অথাস্মি প্রথমতঃ পুরুষন্ত বাক্ মনসি সম্পাদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরমাত্মা দেবতায়াম্ ।” [৬।৮৬] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিল্লিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয় । এখানে ইল্লিয়-লয় অর্থে—ইল্লিয়ের বৃত্তি লয় বুঝিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমতঃ বাগিল্লিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের স্থখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্তমান থাকে ; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উদ্ভা-বিদ্যমান থাকে ; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয় ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-
বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন, তাঁহার ঐহিক ও আমুখিক (পারলৌকিক)
এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-
পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাভ
করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে
সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়াতিং স্থানং বিভূত্বৈকেব পঞ্চধা ।

অধ্যাত্মৈকেব প্রাণশ্চ বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥

বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইত্যর্থববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাदि । উৎপত্তিঃ (প্রাণশ্চ—আগমনঃ জন্ম),
আয়তিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভূত্বং,
(ব্যাপকত্বং), [বাহুং সূর্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা
এব (পঞ্চ প্রকারেরেব অবস্থাপনং) বিজ্ঞায় (বিশেষণেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণ-
ভাবঃ) অশ্নুতে (লভতে) । [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ] ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভূত্ব এবং বাহু ও অধ্যাত্ম-
ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

উৎপত্তিঃ পরমাত্মনঃ প্রাণশ্চ আয়তিম্ আগমনং মনোকৃतेन অস্মিন্ শরীরে,
স্থানং স্থিতিক পায়ুপ্ৰস্থাদিস্থানেষু, বিভূত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাডিব প্রাণবৃত্তিতেদানান্
পঞ্চধা স্থাপনম্ । বাহুমাদিত্যাদিকূপেণাধ্যাত্মৈকেব চক্ষুরাভ্যাকারেণাবস্থানং,
বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি । বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বির্কচনং
প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্-ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভূত্ব বা প্রভূত্ব, অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন ; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান । [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি । প্রশ্নার্থ পরিসমাপ্তিসূচনার্থ “বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে” এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

প্রশ্নোপনিষৎ ।



অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্
পুরুষে কানি স্বপত্তি ? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি ? কতর এষ
দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? কস্মৈতৎ স্মৃৎ ভবতি ? কস্মিন্মু
সর্বের সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিজ্ঞাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পর-
বিজ্ঞাবিগমাং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তৃমুপকৃতমতে অথৈতাদিনা ।]—অথ (অপর-
বিজ্ঞাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্যায়ণী হ (ত্রৈতীহস্মৃচকং) এনং
(পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্ ! • (পূজ্য !) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে)
পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপত্তি (স্ব-স্ব-
ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে ? কানি (করণানি) জাগ্রতি ? (অব্যাহতব্যাপার-
স্তিষ্ঠন্তি ?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্
পশ্যতি ? কস্মৈতৎ লোকপ্রসিদ্ধং স্মৃৎ ভবতি ? কস্মিন্ উ (অপি) সর্বে
সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্যায়ণী ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্ত-
পদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারো নিদ্রা যায় ? এই পুরুষে কাহারো
জাগ্রৎ থাকে ? এবং কোন দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে ? এই স্মৃৎস্মৃতিই বা
কাহার হয় ? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ? ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিজ্ঞাগোচরং সর্বং
পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্ । অথেনানীম্
অসাধনলক্ষণম্ * অগ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ

অবিকৃতত্বং অক্ষরং সত্যং পরবিভাগমাং পুরুষাণাং সবাহ্যভাস্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যন্তরং প্রশ্নত্রয়মারভাতে ।

তত্র হৃদীপ্তাদিবার্গেষ্মাং পরস্মাদক্ষরাং সৰ্বে ভাবা বিস্মুল্লিঙ্গা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিয়স্তীত্বাক্তম্ দ্বিতীয়ে যুগুকে । কে তে সৰ্বে ভাবা অক্ষরাবিস্মুল্লিঙ্গা ইব বিভজ্যন্তে ? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তত্তত্রৈবাণিযন্তি ? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্ ? ইতি, এতদ্বিবক্ষ্যা অধুনা প্রশ্নান্নুত্তরয়তি—

ভগবন্ ! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্কন্তি স্বব্যাপারাহপরমন্তে ? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্কন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্কন্তীতার্থঃ । কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশুতি ? স্বপ্নো নাম জাগ্রদ্দর্শনান্নিবৃত্তস্ত জাগ্রদেৎ অন্তঃশরীরে বদদর্শনম্ । তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্কর্তব্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ । উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রশ্নঃ নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং সূখং, কস্ত এতত্ত্ববতি ? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাহপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সৰ্বে সমাগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ । মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতার্থঃ ।

নহু শ্রুতদ্বাদাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাহপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাশ্রয়ত্ববতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিন্শিচিদেকীভাবগমনা-শঙ্কয়াঃ প্রেষ্টুঃ ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা ; যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পর-তজ্ঞানি চ জাগ্রদ্বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেহপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিন্শিচৎ সঙ্গতিনির্ন্যায্যোতি । তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোহয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসম্ভবাতো যস্মিন্শ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো হু শ্রাদিতি কস্মিন্ সৰ্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে (পিঙ্গলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণাশ্রিত, অবিচ্ছাদীন, অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি-সমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়,

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিভাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক ; এই জন্ত পরবর্তী প্রশ্নত্রয় আরম্ভ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সূদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্বপদার্থ জন্মলাভ করে ; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থ-সমূহ কে কে ? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয় ? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্ ! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয় ? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপার-রূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে ? কার্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে ? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা, ইহাতে বিরত হইয়া যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাত্মান্তরে দর্শন ন্যায় ; সেই দর্শন কার্যটি কি কোনও কার্যাত্মক দেবতাকর্তৃক সম্পাদিত হয় ? কিংবা কোনও কারণাত্মক দেবতাকর্তৃক ? অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয় ? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে ? অর্থাৎ মধুতে [অগ্ন্যগ্ন] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অধোগ্যভাবে (অপৃথকভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক অবস্থিত হয় ?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথকভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়,

সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-
সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তার আশঙ্কার কারণ কি ? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই
হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ (জাগ্রৎ-সময়ে
স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে ;
সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত
ভাবে থাকা ন্যায্য ; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে ;
অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং
করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ঘাঁহাতে বিলীন হয়, তদগত বিশেষ ভাব
জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন ? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত
হইয়া অবস্থিত হয় ? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট
আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়োহর্কশাস্তং গচ্ছতঃ
সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি । তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ
প্রচরন্তি ; এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্শেকীভবতি ।
তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিহ্বতি, ন
রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদভে, নানন্দয়তে, ন
বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্থপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

[মনঃ প্রাণতিরিক্তানি সর্গান করণানি স্বপত্তি, ইত্যাদ্যাত্মং দৃষ্টান্তপূরঃসরমাহ]—
তস্মৈ ইতি । সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান)—হ (পুরা-
বৃত্তত্বমুচকং) ; হে গার্গ্য ! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রমতঃ)
অর্কশ্চ (সূর্য্যশ্চ) : সর্বা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষার্থে) তেজো-
মণ্ডলে একীভবন্তি ; পুনঃ উদয়তঃ (উদগচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কশ্চ] তাঃ (মরীচয়ঃ)
[অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্বত্র প্রসরন্তি) । এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব)
তৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (বাগাদিকং) সর্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে
(স্তোতমানে) মনসি (অন্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি । তেন (একী-
ভাবগমনে হেতুনা) তহি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন

শৃণোতি [শব্দং], ন পশ্চতি, [রূপং], ন জিহ্বতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি) ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্নতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং উচ্চারণ্যতি), ন আদন্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতৃ] স্বপিত্তি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাইতি শেষঃ] । স্বাপসময়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ভ্রাণরসনত্বগ্-বাগ্-হস্তোপস্থপায়ু-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যশয়ঃ] ॥

তিনি (পিপ্লাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য ! সূর্য্য অন্তঃগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্বার চতুর্দিকে প্রসৃত হয় ; তজ্জপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয় ; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসায়াদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দানুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না ; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] ‘স্বপিত্তি’ অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ । যথা মরীচয়ঃ স্নগ্নঃ অর্কশ্চ আদিত্যশ্চ অন্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজো-মণ্ডলে তেজোরশ্মিরূপে একীভবন্তি বিবেকানহতম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি ; তা মরীচয়-স্তশ্চৈব অর্কশ্চ পুনঃপুনঃ উদয়ত উদগচ্ছতঃ প্রচরন্তি বিকীর্ণ্যন্তে । যথাহয়ঃ দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্কঃ বিষয়েজিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে জ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তত্ত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি—মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি । জিজ্ঞাগরিষোশ্চ রশ্মিবৎমণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে । যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাত্মপলঙ্ক-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারোপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্চতি ন জিহ্বতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদন্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিত্তি ইত্যচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আচার্য্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর । যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরশ্মিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় ; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়-কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয় । এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—ছোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না] । চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন ; এই কারণে মন ‘পর দেবতা’ পদবাচ্য । জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয় । যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধিসাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে ; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আশ্রাণ করে না, রসানুভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না । সাধারণ লোকে [ইহাকে] ‘স্বপ্নিতি’ ‘নিদ্রা যাইতেছে’ এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

* জাগ্রৎ সময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীনভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ; কিন্তু স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃদ্ধির পরিচালক মনে যাইয়া সমপ্ত হইয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না । তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই জিরাণস্তি থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্ধান করে, বাহু কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না । তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, শ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আশ্রাণ করে না, রসনা রসানুভব করে

প্রাণায়ম্য এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি । গার্হপত্যো হ বা
এবোহপানো ব্যানোহবাহার্যাপচনঃ, যদগার্হপত্যাং প্রণীয়তে
প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৪৪॥৩॥

[“কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি” ইত্যস্ত প্রশ্নস্তোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু
অগ্নিঃ-দৃষ্টিমাহ]—‘প্রাণায়ম্যঃ’ ইত্যাদিনা । এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে)
প্রাণায়ম্যঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্বদা জাগরণং কুর্কস্তু) । এষঃ
(অমৃত্যুমানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ
(তদাখ্যঃ অগ্নিঃ,) ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অবাহার্যাপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ)
[ভবতি] । যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাং (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ) প্রণীয়তে—
প্রণয়নং অনয়নং (হেতৌঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্তী) ॥

‘এই শরীরে কাহার জাগ্রৎ থাকে ?’ এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নি-
দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন । এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিঃই সর্বদা জাগরিত
থাকে । [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান বায়ু অবাহার্য
পচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা
পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয় স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সুপ্তবৎশ্চ শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণায়ম্যঃ প্রাণাদি-
পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি । অগ্নিসামাখ্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা
এবোহপানঃ । কথং ? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাং অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে
ইতরোহগ্নিঃ আহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নং—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো
গার্হপত্যোহগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাভ্যাং
সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ । ব্যানস্ত হৃদয়াং দক্ষিণস্মৃষ্ণদ্বারেন
নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ অবাহার্যাপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না; বায়ুদ্বারা কণা বলে না । হস্ত কোন বস্তু আহরণ
করে না, উপস্থ আনন্দজনক কিরূপ করে না, পায়ু (মলবার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও
চলিতে পারে না । পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে
‘অশিতি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকে । পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাজিবার সময় উপস্থিত হয়,
তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে
গমন করে ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া ‘অগ্নি’-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি ; কিপ্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে ‘আহবনীয়’ নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু—অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এই জন্ম গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য ; তেমনি সূপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে ; এই জন্ম প্রাণবায়ুটি ‘আহবনীয়’-স্থলবর্তী, [এবং অপানবায়ু ‘গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রক্ত দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি ‘অন্বাহার্য্য-পচন’-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

* ‘অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ ; উহা সাগ্নিকের প্রত্যহ কর্তব্য। এই যজ্ঞে সাধারণতঃ তিনটি অগ্নির আবশ্যক হয় ; (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আহবনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নিটি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে—“দত্তাহ দক্ষিণাখাদৌ তৃপ্তিবৃদ্ধা যতোহমরান্। নরতে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোহ-
ভবৎ ॥” অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রাপ্ত করায়, সেই কারণে ‘দক্ষিণাগ্নি’ নাম হইয়াছে। ‘গার্হপত্য’ অগ্নিটি সর্বদা রক্ষা করিতে হয়, কখনও নির্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই ‘গার্হপত্য’ অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে ‘আহবনীয়’ বলে। ‘আহবনীয়’ অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ্য-স্থলে ‘ব্যান’বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয় অণোগানী ‘অপান’বায়ুটি নিম্নতই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই ‘প্রাণ’বায়ুর ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, এই কারণে ‘অপান’বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্রাণ বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তু নিত্য প্রথমতঃ উহাতেই আহৃত বা অগিত হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে ‘আহবনীয়’ বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না; এই জন্ম বলা হইয়াছে যে, “প্রাণাগ্নয় এব জাতিঃ।” অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নি সমূহই জাগরিত থাকে, অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্বাপিত হইয়া পড়ে ॥

‘যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহ্তী সমং নয়তীতি স সমানঃ ।
মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহ-
রহব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন উদানেষু ক্রমেণ আহতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্ট-
ফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—‘যং’ ইত্যাদি । ১২ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরুপোহৃষিঃ], এতৌ
উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাপ্ত শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ,
তৌ) আহতী (আহতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহতিবৎ] সমং (শরীর ধারণোপযোগিতয়া
যপাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ
(অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা) । বাব (প্রসিক্তং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ
(আহতিপ্রদাতা), উদানঃ (উর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ]
সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ
(প্রত্যহং) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপাবস্থায়্যাপসর্গ্য স্বর্গমিব ব্রহ্মহত্যং পরমানন্দং
প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

বেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই
কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিক্ত মনই যজমানস্থানীয়, উদান
বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ,] সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে
প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া
থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪

শাকরভাষ্যম্ ।

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্ত যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহতী ইব নিত্যং
দ্বিত্বসাম্যাত্মাদেব তু এতৌ আহতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ
অগ্নিহোত্রেয়োহপি হোতা চাহত্যোনেতৃত্বাৎ । কোহসৌ ? স সমানঃ । অতশ্চ
বিদুষঃ স্বাপোহপি অগ্নিহোত্রহবনমেব । তস্মাদ্বিদ্বান্ ন ‘অকর্শী’ ইতোবা মন্তব্য
ইত্যভি প্রায়ঃ । ‘ সর্কদা সর্কাপি চ ভূতানি বিচিষন্ত্যপি স্বপতে,’ ইতি হি বাজস-
নেয়কে । অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিসু উপসংহত্যা বাহুকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নি-
হোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগতি । যজমানবৎ
কার্যকরণেষু প্রাধাত্তেন সংব্যবহার্যং স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্

যজমানো মনঃ কল্ল্যতে । ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ । উদাননিমিত্তাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ । কথম্ ? স উদানঃ এনং মন-আত্মাঃ যজমানং স্বপ্নযুক্তিরূপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি । অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥৪৫॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ঋত্ব্য যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আলতি-
দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্বদা সমতাপ্রাপ্ত
করায় ; এই বায়ু কে ? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-
সংজ্ঞক বায়ু । [অগ্নিহোত্রালতির ঋত্ব্য দ্বিহসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে
[উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আলতি দ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান
বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আলতিনেতা বলিয়া ‘হোতা’ [শব্দে অভিহিত
হইয়াছে] । অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্তী ।
অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কৰ্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে
করিতে নাই । বাজসনেয়কে (যজুর্বেদে) আছে, ‘স্বপ্নসময়েও সমস্ত
প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন
হইয়া থাকে ।’ এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য
ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয়-
স্বর্গ-ফলের ঋত্ব্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-
গত ব্যবহারে যজমানের ঋত্ব্য মনেরই প্রাধান্য ; এই কারণে স্বর্গতুল্য
ব্রহ্মাভিमुखে প্রশ্নান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয় । উদান
বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই
নিমিত্ত ; কি প্রকারে ? যে হেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজ-
মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গ-
সদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে ; এই কারণে উদান বায়ু
যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি । যন্ দৃচ্ং দৃচ্-
মনুপশ্চতি, ঋতং ঋতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ
প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃচ্ঞ্চাদৃচ্ঞ্চ ঋতঞ্চাঋত-
ঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ * সর্বং পশ্চতি, সর্বং পশ্চতি ॥৪৬ ॥৫॥

[ইদানীং “কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চতি” ইত্যত্র প্রপ্নস্তোত্রমাহ]—
অত্রৈত্যাদিনা । এষঃ (সাক্ষিরূপঃ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা) অত্র স্বপ্নে
(স্বপ্নাবস্থায়) মহিমানং (মহত্ত্বং স্ববিভূতিং বা) অনুভবতি । [অনুভবপ্রকার-
মেবাহ]—যং দৃষ্টিংদৃষ্টং (জাগরণে যদ্যং প্রত্যক্ষীকৃতং, তং) অনু (পশ্চাৎ,
বাসনাবলেন স্বপ্নাবস্থায়) পশ্চতি (সাক্ষ্যং কৰোতি) । ঋতংঋতমেব
(জাগ্রৎকালীনং ঋতমেব সর্বং) [পূর্ববৎ] অনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ
(দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যনুভূতং (প্রকর্ষণে অধিগতং বস্তু)
পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) প্রত্যনুভবতি (স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকরোতি) । [কিং বহনা,]
দৃষ্টং (চক্ষুর্যো বিষয়ীভূতং) চ, অদৃষ্টং চ (চক্ষুরবিষয়ীভূতং, জন্মান্তর-দৃষ্টমিতি
ভাবঃ), [তথা] ঋতম্ (ইহৈব শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতম্) অঋতম্ অনুভূতং
(ঐহিকং) অননুভূতং (জন্মান্তরীণং) চ সর্বং পশ্চতি (অবগচ্ছতি) । [স্বয়মপি]
সর্বং (দেবাস্তর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্চতি ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি
অনুভব করিয়া থাকে ; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা বাহ্য দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন
করে, সমস্ত ঋতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয়
বারংবার অনুভব করে । [অধিক কি,] ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, ঋত ও অঋত,
অনুভূত ও অননুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্বাঙ্গক হইয়া দর্শন
করে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ স্মৃপ্তোখিতো ভবতি, তাবৎ
সর্বযাগফলানুভব এব, নাবিভূষামিব অনর্থায়ৈতি বিদ্বত্তা স্মরতে । ন হি বিদুষ
এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণায়মো বা জাগ্রতি ; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ধনঃ স্বাতন্ত্র্য-

* ‘সচ্চানচ্চ’ ইত্যধিকং কচিৎ দৃশ্যতে ।

ମହୁଭବଂ ଅହରହଃ ସ୍ଵସ୍ତୁତଃ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତତେ । ସମାନଂ ହି ସର୍ବପ୍ରାଣିନାଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟେନ
ଜାତ୍ରଂ ସ୍ଵପ୍ନ-ସ୍ଵସ୍ତୁତିଗମନଂ ; ଅତୋ ବିଦ୍ଭା-ସ୍ତୁତିରେବେୟମ୍ ଉପପତ୍ତତେ । ୧୯ ପୃଷ୍ଠଂ
“କ ତର ଏବ ଦେବଃ ସ୍ଵପ୍ନାନ୍ ପଞ୍ଚତି ଇତି ; ତଦାହି—

ଅବ୍ଧ ଉପରତେବୁ ଶ୍ରୋତ୍ରାଦିଷୁ ଦେହରକ୍ଷାୟେ ଜାତ୍ରଂସ୍ତୁ ପ୍ରାଣାଦିବାୟୁସ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ଵସ୍ତୁତି-
ପ୍ରତିପତ୍ତେଃ, ଏତସ୍ମିନ୍ ଅନ୍ତରାଳେ ଏବ ଦେବଃ ଅର୍କରଶ୍ମିବଂ ସ୍ଵାସ୍ମିନି ସଂହୃତଶ୍ରୋତ୍ରାଦି-
କରଣଃ ସ୍ଵପ୍ନେ ମହିମାନଂ ବିଭୂତିଃ ବିଷୟ-ବିଷୟିକରୂପମ୍ ଅନେକାସ୍ତ୍ରଭାବଗମନମ୍
ଅନୁଭବତି ପ୍ରତିପତ୍ତତେ ।

ନନ୍ତୁ ମହିମାନୁଭବେନ କରଣଂ ମନୋହୁଭବିତୁଃ, ତଂ କଥଂ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରେଣ ଅନୁଭବତୀ-
ତ୍ୟୁଚ୍ୟାତେ ? ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରୋ ହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ । ନୈଷ ଦୋଷଃ ; କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀୟ ମନ-ଉପାଧି-
କୃତତ୍ତ୍ଵାଂ । ନ ହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ପରମାର୍ଥତଃ ସ୍ଵତଃ ସ୍ଵପିତି ଜାଗର୍ତି ବା । ମନ-ଉପାଧିକୃତମେବ
ତସ୍ମିନ୍ ଜାଗରଣଂ ସ୍ଵପ୍ନଂ ଇତ୍ୟୁକ୍ତଂ ବାଜସନେୟକେ—“ସଦୌଃ ସ୍ଵପ୍ନୋଭୂତ୍ଵା ଧ୍ୟାୟତୀବ, ଲେଳାୟ-
ତୀବ” ଇତ୍ୟାଦି । ତସ୍ମାନ୍ ମନସୋ ବିଭୂତ୍ୟନୁଭବେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀୟତ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ରାୟାମେବ । ମନ-
ଉପାଧିସହିତସ୍ତେ ସ୍ଵପ୍ନକାଳେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଃ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନଂ ବାଧ୍ୟତେ ଇତି କେଚିତ୍ ।
ତନ୍ନ, ଶ୍ରୁତାର୍ଥାପରିଜ୍ଞାନକୃତା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡେଷାମ୍ । ସମ୍ଭାବ୍ୟଂ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନାଦି-ବାବହାରୋଽପି
ଆମୋକ୍ଷାନ୍ତଃ ସର୍ବୋଽପି ଅବିଦ୍ୟାବିଷୟ ଏବ ମନ-ଆତ୍ମାପାଧିଜନିତଃ । “ସତ୍ର ବା ଅଗ୍ରାଦିବ
ସ୍ତ୍ରାଂ, ଉଦ୍ରାନ୍ତୋଽଗ୍ରଂ ପଶ୍ଚେଂ, ମାତ୍ରାସଂସର୍ଗସ୍ତ୍ରା ଭବତି ।” “ସତ୍ର ବସ୍ତୁ ସର୍ବମାତ୍ମେବାଭୂଂ,
ତଂ କେନ କଂ ପଶ୍ଚେଂ,” ଇତ୍ୟାଦିଶ୍ରୁତିଭାଃ । ଅତୋ ମନ୍ଦବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାମେବ ଇୟମାଶଙ୍କା
ନ ତୁ ଏକାତ୍ମବିଦ୍ୟାମ୍ ।

ନସ୍ତେବଂ ସତି “ଅବ୍ରାହ୍ମଂ ପୁରୁଷଃ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିଃ” ଇତି ବିଶେଷଣମନର୍ଥକଂ ଭବତି ?
ଅତ୍ରୋଚ୍ୟାତେ—ଅଭାର୍ଗମିଦୟୁଚ୍ୟାତେ, “ସ ଶ୍ରେୟୋଽସ୍ତୁତ୍ଵନ୍ମୟ ଆକାଶସ୍ତସ୍ମିନ୍ ଶେତେ” ଇତି
ଅସ୍ତୁତ୍ଵନ୍ମୟପରିଚ୍ଛେଦକରଣେ ସ୍ମୃତରାଂ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନଂ ବାଧ୍ୟତେ ; ସତ୍ୟମେବମ୍ ; ଅସ୍ତୁତ୍ଵନ୍ମୟୋ
ସତ୍ତ୍ଵାପି ସ୍ତ୍ରାଂ, ସ୍ଵପ୍ନେ କେବଳତସ୍ମାନ୍ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନେନ ଅର୍ଘ୍ୟଂ ତାବଦମନୀତଂ ଭାରସ୍ତୁତି
ଚେଂ, ନ ; “ତତ୍ରାପି ପୁରୀତତି ନାଡ଼ୀସ୍ତୁ ଶେତେ” ଇତି ଶ୍ରୁତେଃ ପୁରୀତତି ନାଡ଼ୀସଂସ୍ପର୍ଶଂ
ତତ୍ରାପି ପୁରୁଷଂ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନେନ ଅର୍ଘ୍ୟଭାରାପନୟାଭିପ୍ରାୟୋ ଯୁଷେବ । କଥଂ ତର୍ହି
“ଅବ୍ରାହ୍ମଂ ପୁରୁଷଃ ସ୍ଵୟଂ-ଜ୍ୟୋତିଃ” ଇତି ? ଅଗ୍ରଶାଖାତଂ ଅନପେକ୍ଷା ସା ଶ୍ରୁତିରିତି
ଚେଂ, ନ ; ଅର୍ଥେକହସ୍ତ ଇତିହାସଂ । ଏକୋ ହାସ୍ତା ସର୍ବବେଦାନ୍ତାନାମର୍ଥୋ ବିଜ୍ଞାପ-
ନିଷିତୋ ବୁଭୁଂସିତଶ୍ଚ । ତସ୍ମାନ୍ ସୁକ୍ତା ସ୍ଵପ୍ନେ ଆସ୍ମିନଃ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ଘ୍ନୋପ-
ପତିର୍ବିଜୁମ୍ ; ଶ୍ରୁତେର୍ବିଧାର୍ଥତଃ ପ୍ରକାଶକତ୍ତ୍ଵାଂ । ଏବଂ ତର୍ହି ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୁତାର୍ଥଂ, ହିତ୍ତା

সর্বমভিমানং ; ন ভ্ৰতিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যাথো জাতুং শক্যতে সর্গৈঃ
পণ্ডিতস্বত্বৈঃ ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতন্তঃসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্যা
দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ঠং ন বাধাতে । এবং মনসি অবিজ্ঞা-
কানকশ্মনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কশ্মনিমিত্তা বাসনা অবিজ্ঞয়া অজ্ঞদ্বন্দ্বস্তরমিব
পশ্চতঃ সর্বকারণ্যকরণেভ্যঃ পবিবিক্তশ্চ দৃষ্টকূর্দাসনাভ্যো দৃশ্যরূপাভ্যোহহুত্বেন স্বয়ং-
জ্যোতিষ্ঠং হৃদপিতেনাপি তাকিকেষু ন দারয়িতুং শক্যতে । তস্মাৎ সাধুভুং—
মনসি প্রলীনেষু করণেষু প্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্চতীতি ।

কথং মহিমানমভুবতীতি ? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্বং দৃষ্টং,
তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসমুৎপত্তং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিজ্ঞয়া পশ্চতী-
ত্যেবং মন্যতে । শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব । দেশদিগন্ত-
রৈশ্চ দেশান্তরৈর্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তং প্রত্যনুভবতীব অবিজ্ঞয়া ।
তথা দৃষ্টকশ্মিন্ জন্মানি অদৃষ্টক জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ । অত্যন্তাদৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ ।
এবং প্রতীকপ্রতীকানুভূতকশ্মিন্ জন্মানি কেবলেন মনসা, অননুভূতক মনসৈব
জন্মান্তরেহনুভূতমিত্যর্থঃ । সচ্চ পরমার্থোদকাদি । অসচ্চ মরীচ্যদকাদি ।
কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্বং পশ্চতি, সর্বঃ পশ্চতি সর্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্,
এবং সর্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময়
হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোখিত (জাগ্রৎ) হন,
তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে,
অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না ; এইরূপে বিজ্ঞার স্তুতি করা হইতেছে ।
কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়,
অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায়
মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে ; কেননা
পর্যায়ক্রমে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্বপ্রাণীর
পক্ষেই সমান ; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত । কোন্

দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন ? পূর্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্বের শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়-সমূহ) উপরত হয় এবং দেহ রক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী সেই স্বপ্ন সময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়িভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয় আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয় ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন ; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র ; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে ? না—ইহা দোষ নহে ; কারণ ; ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত ; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই ; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয় ; একথা যজুর্বেদেও উক্ত আছে—‘ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই’ হয়, ইত্যাদি । অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে । কেহ কেহ বলেন যে, স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ময়তাব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয় ; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, ঞ্জতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র । যে হেতু, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ক বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভূতি যে সমস্ত ধর্ম্মের

ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিচার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত । ‘যখন অন্তেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে !’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়] । অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মিক ব্রহ্মজ্ঞদিগের পক্ষে নহে ।

ভাল, এরূপ হইলে ত ‘এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়’ এইরূপে বিশেষিত করা বিকল হয় ! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে ; কারণ ; ‘এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে’, এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়গর্ভে পরিচ্ছদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে ? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (সুষুপ্তিকালে) যখন কেবল বা অসম্বন্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সূতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দেক (কতকটা) অপনোত হইতে পারে । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে ; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সন্তাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ং-জ্যোতির্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অর্দেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বুখা । ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ; এ কথা হয় কিরূপে ? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্বেদীয় কাণ্ডশাখার) কথা ; সূতরাং অথর্ব-বেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; না, তাহাও

বলা যায় না ; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থ নহে) । আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে ; অতএব স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্স্বয়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে ; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য ; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর ; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; তাহারা সকলে শত-বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না । যেমন স্ন্যুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সন্মুখ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্মসমুদ্ভূত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্মজনিত বাসনাকে অন্ত বস্তুর ন্যায় দর্শন করেন, দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন ; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যানিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বাঘ্রিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না । অতএব করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে ; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে ।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে ?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্বে (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বাসনায় বাসিত-চিন্ত্য ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত পুত্র মিত্রকেই যেন

দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও । দৃষ্ট অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট ; কারণ, একে-বারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না । এইরূপ ঐশ্রত ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত । ‘সৎ’ অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর ‘অসৎ’ অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (যুগতৃষ্ণাদি । অধিকে প্রয়োজন্য কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে । এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহিত্যভূতো ভবতি । অত্রৈব দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতন্নিষ্করীরে * এতৎ সূখং ভবতি ॥৪৭॥৬॥

[ইদানীং সুবৃষ্টিদশাং বক্তুঃ ‘কস্মৈতৎ সূখং ভবতি’ ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তর-মাহ]—স ইত্যাদি সঃ (মনটপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেন জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি । অত্র (অস্ত্রামবস্থায়ঃ) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃষ্টান্) ন পশ্যতি । অথ (কিম্) তদা (তস্মিন্ সুবৃষ্টিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্বচনীয়রূপং) সূখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে) [তন্ত্বেতি শেষঃ] ॥

সেই জীব যখন চিত্তগত সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় ইনি দ্ব্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না ; পরন্তু, তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসূখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেন চিত্তাখ্যেন তেজসা নাভীশয়েন সর্বতোহভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাধারো ভবতি ; তদা সহ করণৈশ্বর্যনসো রশ্ময়ো হৃদ্যাপসংহতা ভবন্তি । যদা মনো দার্ক্যমিবং অবিশেষ-বিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুবৃষ্টো ভবতি । অত্র

* অত্বেতদস্মিন্শরীরে ইতি বা পাঠঃ ।

এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্চতি, দর্শনদ্বারস্ত নিরুদ্ধা-
স্তেজসা । অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সূখং ভবতি, বহিঃজ্ঞানং নিরাবায়ম-
বিশেষণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্ত-
সংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ববৃত্তোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার
পূর্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের
সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তি সমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে ।
মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ত্রায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য
চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময়
[জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে । তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায়
এই মনো নামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না ; পরন্তু
তখন এই শরীরে এইরূপ সূখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি
শরীর-ব্যাপক নির্বিশেষও অবায় প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে ।

এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থায় বিশদয়ন 'কস্মিন্ নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যন্ত
পঞ্চমপ্রশ্নস্তোত্ররমাহ]—‘স যথা’ ইত্যাদিনা । হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিগণঃ)
যথা (যদ্বৎ) বাসোবৃক্ষং (আবাসবৃক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি),
এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষমাণং) সর্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে
(শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠন্তে (বিলম্বার্থং ধাবন্তি) ॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ চািত্রকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ বৃত্ত পদার্থ দৃষ্ট
হইয়া থাকে । তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ
হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না ; সুতরাং কোনরূপ দৃষ্ট পদার্থও
তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ স্বরূপটি প্রতীতিগোচর
হইতে থাকে ; ইহাই সুষুপ্ত অবস্থার অবস্থা ।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এতস্মিন্ কালে অবিজ্ঞা-কামকর্ষনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শাস্তানি ভবন্তি । ভেষু শাস্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিন্নত্বাৎ বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শাস্তং ভবতীতি ; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাণ্ডবিজ্ঞাকৃতমাত্রাত্ম প্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়ঃসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি ; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই সময় (স্মৃপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ষের বশ-বস্ত্রী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শাস্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে । সেই দেহেইন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্বের] উপাধি সমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্তথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শাস্তস্বরূপ হইয়া থাকে । অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শাস্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত ঘেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পারে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ চক্ষুব্যঞ্, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্, রসশ্চ

রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থঃ চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যো-
তয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯॥৮॥

[পূর্বশ্লোকোক্ত “তৎ সর্বম্” বিরুদ্ধম্ আহ]—“পৃথিবী” ইত্যাদি । পৃথিবী চ (স্থলা পৃথিবী) পৃথিবীমাত্রা (স্থলা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি) ; আপঃ (স্থলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপ-
তন্মাত্রা) চ, বায়ুঃ (স্থলঃ) চ, বায়ুমাত্রা (বায়ুতন্মাত্রা) চ, আকাশঃ (স্থলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ, শ্রোত্রং চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ব্রাণং (ব্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ব্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ, রসঃ (রসেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকমিन्द्रিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্-
গ্রাহ্যং) চ, বাক্ (বাগিन्द्रিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ, উপস্থঃ (তদাখ্যামিन्द्रিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, পায়ুঃ (তদাখ্যামিन्द्रিয়ং) চ, বিসর্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ, পাদৌ চ গন্তব্যং (স্থানং) চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহঙ্কর্তব্যং চ, চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিन्द्रিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যো-
তয়িতব্যং (তৎপ্রকাশঃ) চ, প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্রা), জল ও রসতন্মাত্রা, তেজঃ ও রূপ-
তন্মাত্রা, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র
ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ব্রাণেন্দ্রিয় ও আশ্রয়, রসেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য
বস্তু, বাগিन्द्रিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়,
পায়ু ও পরিত্যাগ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও
বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও
তাহার প্রকাশ এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে
লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎ সৰ্বম্ ?—পৃথিবী চ স্থূলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধ-
তন্মাত্রা । তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ । তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ । বায়ুশ্চ
বায়ুমাত্রা চ । আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ । স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভূতানীত্যর্থঃ । তথা
চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ । শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ । স্রাণঞ্চ স্রাতব্যঞ্চ । রসশ্চ
রসয়িতব্যঞ্চ । স্পর্শশ্চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ । বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ । হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ ।
উপহৃশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ । পায়ুশ্চ বিসৰ্জয়িতব্যঞ্চ । পাদৌ চ গম্যব্যঞ্চ । বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি
কর্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থোক্তোক্তাঃ । মনশ্চ পূর্বোক্তম্ । মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । বুদ্ধিশ্চ
নিশ্চয়াদ্বিকার্যবোধকত্বাৎ তদ্বিষয়ঃ । অহঙ্কারশ্চ আভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং, অহঙ্কর্ত-
ব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । তেজশ্চ
ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তন্মাত্রা চ নির্ভাতো বিষয়ো বিদ্যোতয়ি-
তবাম্ । প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রহনীয়ং, সৰ্বং হি
কার্য্যকরণজাতং পারার্থেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই সমস্ত কি ? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থূল ও তদুৎপন্ন পার্থিব
বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্রা । সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা,
বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত-
নিচয় । সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয় । শ্রবণেন্দ্রিয় ও
শ্রোতব্য, স্রাণেন্দ্রিয় ও স্রাতব্য (স্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসেন্দ্রিয়)
ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শ্যব্য, বাগিন্দ্রিয় ও
বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপহৃ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরি-
ত্যাগ্য, পাদদ্বয় ও গম্যব্য । [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও
তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল । (১) পূর্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ স্বপ্ন-দৃশ্যাদির উপলব্ধি সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে । অন্তঃকরণ
এক হইলেও বৃত্তি বা ফ্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও (৪)
চিত্ত । তদ্ব্যবহায়ে সংকল্প-বিশল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ' । 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার
নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি' । 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ

মন্তব্য । বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), ত্বক্ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে ‘প্রাণ’ পদবাচ্য, সেই প্রাণ এবং তাহার বিধারণীয় ; কারণ পরার্থত্ব বা পরোদেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপা-ত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥৩৯॥৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা স্রোতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেহঙ্করে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥৯॥

[অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা । এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্ত-জ্ঞানকর্তা) স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা), স্রোতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্তা), মন্তা (মননকর্তা) বোদ্ধা (অনুভবিতা) কর্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ) বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ ‘পুরুষ’-পদবাচ্যশ্চ) । সঃ (উপাধিযুক্তঃ পুরুষঃ) পরে (সর্বোত্তমে) অঙ্করে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে) ॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তা, শ্রোতা, আস্রাণকর্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ পদবাচ্য । সেই পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট, অঙ্কর, আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অতঃ পরং যদাত্মস্বরূপং জলমুখ্যাদিবৎ ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্ ।

‘অহঙ্কার’ । স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ ‘চিত্ত’ । বেদান্তকারিকায় এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশিত্ত্বঃ করণমাত্মরম্ । সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্রবণং বিধর্য্য ইমে ॥” ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে ।

এষঃ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা ব্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানতেনেনেনি করণভূতং বুদ্ধাদি, ইদম্ বিজ্ঞানাতীতি বিজ্ঞানং কর্তৃকারক-রূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ । পুরুষঃ কার্যাকরণসম্ব্যাহিতোক্তো-পাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ । স চ জলসূর্য্যাদিপ্রতিবিশ্বস্ত সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদা-ধারশোষে পরেহংকরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিশ্বের স্থায় ‘কর্তা ভোক্তা’রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ব্রাণকর্তা, রসাস্বাদক, মননকর্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানসম্পন্ন), কর্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] ‘বিজ্ঞান’ অর্থ জ্ঞান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্তা —জ্ঞানের কর্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব । এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া ‘পুরুষ’ পদবাচ্য । জলমধ্যে প্রতিবিশ্বিত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্য্যে প্রবেশ হয়] তেমনি সেই পুরুষও জগদাধার পর অঙ্করে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে না, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥৫০॥৯॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপত্ততে , ন যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্তু সৌম্য । স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥৫১॥১০॥

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং) শুভ্রম্ (নিশ্চলম্) অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপত্ততে (লভতে), হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ

(সর্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সৰ্ব্বঃ (সৰ্ব্বাশ্রয়কঃ) [চ] ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে)
এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যং) । অতীতি শেষঃ] ॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় (অজ্ঞানরহিত) স্থূলশূক্ষ্মশরীররহিত এবং
লোহিতাদি গুণহীন, বিগুণ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম
অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন],
তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বাশ্রয়ক হন । এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥৫১॥১০।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি ।
এতদ্রূপাৎ—স যো হ বৈ তৎ সৰ্বৈষণা বিনিমূক্তোহচ্ছায়ং তমোবজ্জিতম্,
অশরীরং নামরূপসর্কোপাধি-শরীরবজ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সৰ্বগুণ-
বজ্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সৰ্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষা-
খ্যম্ । অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজ্ঞানতি ।
যস্তু সৰ্বভ্যাগী হে সৌম্য, সঃ সৰ্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিং সম্ভবতি । পূৰ্বম-
বিদ্যাহসৰ্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সৰ্কো ভবতি তদা । তৎ
তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্তো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-
বিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাই বলা হইতেছে—
সর্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা
অজ্ঞানসম্বন্ধ-বজ্জিত, অশরীর—নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-
রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবজ্জিত ; যে হেতু এই প্রকার,
সেই হেতুই শুভ্র (নির্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর
[কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণ-
রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ
সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন । পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্বভ্যাগী
তিনি সর্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না ; পূর্বে
অবিদ্যাবশতঃ অসর্বজ্ঞ ছিলেন ; বিদ্যা বলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায়

তখন পুনশ্চ সর্বাত্মক হন । এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্কৈঃ

প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।

তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য

স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রমোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—‘বিজ্ঞানাত্মা’ ইত্যাদি । বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপ-লক্ষিতঃ) সর্কৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাণ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্নাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীন) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি ; হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরং (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্বজ্ঞঃ সন্ সর্বম্ এব আবিবেশ (আত্মত্বেন বিশতীত্যর্থঃ) । ‘ইতি’-শব্দো মন্ত-সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাदि ভূতসমূহ যাহাতে সমাক্রুপে প্রতিষ্ঠালাভ করে ; হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্বাঙ্গকভাবে প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রমোপনিষদে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ সমাপ্ত ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্নাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীন, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিনক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত হে সৌম্য, প্রিয়-দর্শন, স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছরভগবতঃ কৃতৌ প্রমোপনিষদ্বাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে ; হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্বব্ৰহ্ম পুরুষ সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ববয় ইন ॥ ৫২॥১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্রায্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥



প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ ।—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেযু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥৫৩।১॥

[অথেনানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ প্রারম্ভ্যতে]—অথেনাত্যাদি । অথ (গার্গ্য প্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্রলাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য !) মনুষ্যেযু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণপ্রসিদ্ধিত্বোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওক্ষারং (প্রণবাক্ষরং) অভিধ্যায়ীত (সর্বতোভাবেন উপাসীত) । সঃ (উপাসকঃ) তেন (ওক্ষারধ্যানেন) কতমং (বহুযু গন্তবান্হানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-বিশেষঃ) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি) ; ইতি (ইৎ পৃষ্টবত্তে) তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্রলাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
হে ভগবন্ ! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের সর্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাধারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয় করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন ? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৫৩।১॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথেনানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন ওক্ষারস্ত উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন প্রারম্ভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেযু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্বুতমিব প্রায়ণান্তং মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওক্ষারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখেন চিন্তয়েৎ । বাহ-

বিষয়েভ্য উপসংহতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে । আত্ম-
প্রত্যয়সন্তানবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাধিলীকৃতো নির্বাতস্থদীপশিখাসমো-
হভিধানশকার্থঃ । সত্য-ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষামায়া-
বিহাণেনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ । কতমং বাব, অনেকে
হি জ্ঞান-কর্মভিজ্ঞেভব্য লোকাস্তিষ্ঠন্তি ; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধানেন কতমং সঃ
লোকং গমতি ? ইতি পৃষ্টবতে তন্মৈ স হোবাচ পিপ্লাদঃ ॥৫৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও
অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেক্ষায় প্রশ্ন
আরু হইতেছে—হে ভগবন্ ! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক,
আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণাস্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া,
ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন । বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-
সমূহকে প্রত্যাহত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া
ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন ; ধ্যান শব্দের অর্থ এই
যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত
নহে,এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় (নিষ্পন্দ) ও অবি-
চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ । সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা,
প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর
শুদ্ধি), সন্তোষ ও মায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম-
সম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ
লোকটি লাভ করে ? জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই-
বার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । সংক্ষেপতঃ
তাহার মূত্রটি এই—“অহিংসা, সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ” ॥ ২ । ৩০ ॥ “শৌচ-
সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ” ॥ ২ । ৩২ ॥ ইহার বিশেষ বিবরণ দেখায়ে
৫৬৭ ।

অভিধান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের
আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয় ? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে
সেই পিঙ্গলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, বদোঙ্কারঃ ।

তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনৈকতরমম্বেতি ॥৫৪।২॥

[কিমুবাচ ? ইত্যাহ]—এতদ্বিতি । হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব)
পরং চ অপরং চ, (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং,
তদুভয়রূপং) [কিং তৎ ?] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) । তস্মাৎ (ওঙ্কারস্ত
পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ)
এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধ্যানেন ইত্যর্থঃ ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে
পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অম্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধ্যানেন পরম্, অপরাভি-
ধ্যানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যশয়ঃ] ॥

[কি বলিয়াছিলেন ? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম । যাহা
‘ওঙ্কার’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ । সেই হেতু বিদ্বান্
লোক এই আশ্রয়বলবনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪।২ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

এতদ্বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষা-
খ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ
পরং হি ব্রহ্ম শব্দাহ্বয়পলক্ষণানর্হং সর্গধর্মবিশেষবর্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতী-
ক্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতম্ ; ওঙ্কারে তু বিষ্ণুাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে
ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যানিনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যং ; তথা
অপরঞ্চ ব্রহ্ম । তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—বদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে । তস্মাদেবং
বিদ্বান্ এতেনৈব আশ্রয়প্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঙ্কারাভিধ্যানেন একতরং—পরমপরং বা
অম্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি ; নেদিদং হালদনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥৫৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপারও বটে । ‘পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্য অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে) ; কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (#) সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্যবিবর্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না ; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায় । সেই হেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয় । অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥৫৪॥২॥

স যথোকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যাভিসম্পৃগতে । তম্‌চো মনুষ্যালোকমূপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫॥৩॥

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা । সঃ (ধ্যাতা) একমাত্রং (একা মাত্রা হুস্বরূপা যন্ত, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে) ;

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে ; ‘প্রতীক’ উপাসনা তাহাদেরই অত্যন্তম । কোন এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুই সংস্টে কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম ‘প্রতীক’ । যেমন—সর্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা । এবংও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম ; হুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা যাইতে পারে । কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মোক্তেও এ কথা স্পষ্টাঙ্করে কথিত হইয়াছে—“এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্ । এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ” ॥ ১৭ ॥ “তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ” । ১৮ ॥ এই পাঁচগুলি হুত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোক্তারাভিধ্যানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণঃ (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি) ।
 ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তং (উপাসকং) মনুষ্যালোকং উপনয়ন্তে (প্রাপ-
 যন্তি) । সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যালোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া
 (আন্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানম্ (বিভূতিম্) অহুভবতি ;
 [ন কদাপি হুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা
 হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে
 আইসেন ; ঋক্‌সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাহাকে মনুষ্যালোকে
 গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অহুভব
 করেন ; (কখনও হুর্দশাগ্রস্ত হন না) ॥ ৫৪ ॥ ৩ ॥

শাক্বর-ভাষ্যম্ ।

স যদপি ওঙ্কারস্ত স কলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধান-
 প্রভাবে বিশিষ্টো মেব গতিং গচ্ছতি । এতদেকদেশজ্ঞানবৈশ্ব্যাতয়া ওঙ্কারশরণঃ
 কৰ্ম্মজ্ঞানোভয়লুপ্তো ন হুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তু হি ? যদপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা-
 বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত—একমাত্রঃ সদ্ধা ধ্যায়ীত ; স তেনৈব একমাত্রা-
 বিশিষ্টোক্তারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণঃ ক্ষিপ্ৰমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্
 অভিসম্পদ্যতে । কিং ?—মনুষ্যালোকম্ । অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং
 সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যালোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনি-
 গময়ন্তি । ঋচ ঋগ্বেদরূপা হোঙ্কারস্ত প্রথমো একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র
 মনুষ্যজন্মানি দ্বিজাগ্র্যাঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানঃ বিভূতিম্
 অহুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি । যোগব্রহ্মঃ কদাচিদপি ন হুর্গতিং
 গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি
 ওঙ্কারের অভিধান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার
 একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অজ্ঞহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কৰ্ম্ম

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না । তবে কি হয় ?
—যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই
ওঙ্কারের উপাসনা করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধান
করুক ; [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের
অভিধান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই
জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয় । কি [প্রাপ্ত হয়] ? মনুষ্যালোক
[প্রাপ্ত হয়] । জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋকসমূহ,
সেই সাধককে জগতে মনুষ্যালোকই প্রাপ্ত করায় । ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের
ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা । তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-
জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া,
মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে । [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও
স্বৈচ্ছাচারী হয় না ; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও
দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩॥

অথ যদি দ্বিমাত্রােণ মনসি সম্পত্তে, সোহন্তরিক্ষং যজুর্ভি-
রুন্নীয়তে সোমলোকম্ ।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥৫৬॥৪ ॥

অথ (পক্ষান্তরে) [ধাতা] যদি দ্বিমাত্রােণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ওঙ্কারঃ
অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পত্তে । সঃ (ধাতা)
[মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং) সোমলোকং
(চন্দ্রলোকং) উন্নীয়তে । সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদং) অনুভূয়
(ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ততে (মনুষ্যালোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে
মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয় । সে [যত্নের পর]
[দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্বেদকর্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয় ; সে সোম-
লোকে সম্পদ ভোগ করিয়া পুনর্বার [মনুষ্যালোকে] ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥৪॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ পুনর্যদি ত্রিমাাত্রাবিভাগস্তো ত্রিমাাত্রাণে বিশিষ্টমোক্ষারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্না-
ত্মকে মনসি মননীরে যজুর্ষ্ময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবে
গচ্ছতি । স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়-
মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সোম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজুং-
ষীত্যর্থঃ । স তত্র বিভূতিমহুভূয় সোমলোকে মনুষ্যালোকং প্রতি পুনরাবর্ততে ॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পক্ষান্তরে [ধাতা] যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগজ হইয়া দ্বিতীয়
মাত্রাবিশিষ্ট ওক্ষারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে
সম্পন্ন হয় । এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্র-
দৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্বেদ ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব
লাভ করে । এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রা-
রূপী যজুর্বেদকর্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে
নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত
করায় । সে সেখানে বিভূতি অনুভব করিয়া, মনুষ্য-লোকাভিমুখে
পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাাত্রৈণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং
পুরুষমভিধ্যায়ীত ; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদো-
দরস্ত্বচা বিনির্মূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মূক্তঃ, স
সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ । স এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাৎ-
পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে । তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫

যঃ পুনঃ এতং (ওক্ষারং) ত্রিমাাত্রাণে (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম'
ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (স্বর্গাস্তর্গতং) পুরুষং অভিধ্যায়ীত ; সঃ তেজসি
(তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তত্ত্বাবমাপন্নঃ) [ভবতি] । পাদোদরঃ (সর্পঃ)
যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নির্মোকেণ) বিনির্মূচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব)

বৈ সঃ (সূর্য্যভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাণ্ডুনা (পাপেন) (বিনিমুক্তঃ সন্) সামভিঃ (ত্রিমাভ্যাকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্ত সত্যনামকং লোকং) উন্নীয়তে । স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং) পুরিশমঃ (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানং) দীক্ষতে (ধ্যানেন পশুতীত্যর্থঃ) । তং (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্তৌ) ভবন্তঃ ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাভ্যুক্ত ‘ওম্’ এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) ঘেরূপ স্বকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনিমুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে । এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যঃ পুনঃ এতন্ ওঙ্কারঃ ত্রিমাভ্রেন ত্রিমাভ্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যে-
তেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যাস্তর্গতঃ পুরুষম্ অভিধ্যামীত ; তেন অভি-
ধ্যানেন প্রতীকত্বেন হ্যাংশনস্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্ত, “পরমাপরঞ্চ ব্রহ্ম” ইত্যভেদ-
শ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতাবধেয়ত্বাৎ অত্রথা । যদ্যপি তৃতীয়া-
ভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতাত্মরোধাৎ “ত্রিমাভ্রং পরং পুরুষম্”
ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া “তাজেদেকং কুলস্তার্থে” ইতি জ্ঞায়েন ।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মূতোহপি সূর্য্যাত্
সোমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব । যথা পাদোদরঃ
সর্পঃ স্বয়া বিনিমুক্ত্যতে জীর্ণত্বিনিমুক্তঃ স পুনর্ব্বাবো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা
দৃষ্টান্তঃ, স পাণ্ডুনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অন্তর্ভুক্তিরূপেণ বিনিমুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রা-
রূপৈঃ উরুর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্ত ব্রহ্মণো লোকং সত্যাত্মম্ । স
হিরণ্যগর্ভঃ সর্কেষাং সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ । স হস্তরাভ্যা লিঙ্গরূপেণ
সর্কভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্কে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স
বিদ্বান্ ত্রিমাভ্রোঙ্কারভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাংপরং পরমাত্মাধ্যাৎ

পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সৰ্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং 'পশুতি ধ্যায়মানঃ । তৎ এভৌ
অগ্নিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্তৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 'ওম্'
এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান
করে, সেই অভিধ্যানের ফলে ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয়-
মাত্রারূপী সেই সাধক মৃত্যুর পরও তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, চন্দ্র-
লোকাদির ঞ্চায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না ; পরন্তু সূর্য্য
রূপেই থাকে । “পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম” এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে
[জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন
করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতি-
পাদন করা নহে] । ইহা না হইলে 'বহুস্থলে ওঙ্কার শ্রুত সম্বন্ধে দ্বিতীয়া
বিভক্তি বাধিত হইয়া যায় । যদিও [‘ওম্’ ইত্যোতেন”, এই তৃতীয়া
বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি,
প্রস্তাবানুরোধে ‘বংশের কল্যাণার্থ একজনকে ত্যাগ করিবে,’ এই
নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরিনত করিয়া
‘ত্রিমাাত্রং পরং পুরুষং’ এইরূপ করিতে হইবে ।

পাদোদর—সর্প যেরূপ স্বককর্জক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ
স্বক ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয় । এইরূপই—ঠিক
এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পস্বকস্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাণ
হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তৃতীয়-মাত্রারূপ সামবেদ সমূহকর্জক উর্দ্ধে
ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্য-
গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ । কারণ, তিনিই লিঙ্গ-
দেহরূপে সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্য-
গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি ‘জীবঘন’ শব্দ বাচ্য ।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্বশরীরাত্মস্তরে প্রবিষ্ট সেই ‘পরমাত্ম’-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে । এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭॥৫॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা

অন্যোন্তসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ ।

ক্রিয়ান্ত বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাস্ত

সম্যক্ প্রযুক্তাস্ত ন কল্পতে জঃ ॥৫৮॥৬॥

[প্রথম মন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীমংস্তে জ্ঞায়ন্তে অধ্যাত্মা-
ধিত্বতামিদৈববিষয়া যাতিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ) [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ
(চৈৎ) মৃত্যুমত্যঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অভিক্রামতি ইতিভাবঃ) ; অন্যোন্ত-
সক্তাঃ (পরম্পরসম্বন্ধাঃ) [চৈৎ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একস্মিন্ বিষয়ে
প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন
অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবৈত্যর্থঃ) । বাহ্যভ্যন্তর-মধ্যমাস্ত
(জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তিপুরুষবিষয়াস্ত) ক্রিয়ান্ত (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং)
প্রযুক্তাস্ত (সতীষু) জঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কল্পতে (ন চলতি),
[ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ] ॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর
অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে ; আর পরম্পরে সম্বন্ধ
করিলেই উহার যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না । যথোপযুক্ত-
রূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি অবস্থা-
প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮॥৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঙ্কারস্ত মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যঃ—
মৃত্যুর্ধায়াং বিজ্ঞতে, তা মৃত্যুমত্যঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবৈ-
ত্যর্থঃ । তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়ান্ত প্রযুক্তাঃ । কিঞ্চ অন্যোন্তসক্তাঃ ইতরে-

ওরসম্বন্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষণ এতৈককবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি ? বিশেষণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিস্ম্যু ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমানসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি স্তো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্তোতৃত্যর্থঃ । ন তৈশ্চবঃবিদশ্চলনমুপপত্ততে । যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈশ্চাত্মা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মরূপেণ দৃষ্টাঃ, স হেবং বিদ্বান্ সর্কীঅভূত ওঙ্কারনয়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥৫৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রা ত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহারা] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে । পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরন্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরুষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্তোন্ত-সম্প্রদায় অর্থাৎ পরম্পর সম্বন্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না । (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে ; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে ‘মাত্রা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী । এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে ।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে ‘অ’কার পৃথিবী, ঋত্বেন ও জাগ্রৎস্থানাদি স্বরূপ । ‘উ’কার—অন্তরিক্ষ, বজ্রকেন্দ্র, ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ । আর ‘ম’কার স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তস্থানাদিস্বরূপ । এই ওঙ্কারের উপাসক দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে ; তন্মধ্যে, উপাসনা যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনার তদুপযুক্ত অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে, আর যদি সমষ্টিরূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে । এখানে এই লভ্যই প্রতি পৃথক্ পৃথক্রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে ‘মৃত্যুমতী’ বলিয়া-

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না ; যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্বস্থ স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; সর্ববভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে ? “অনবিপ্রযুক্ত” কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত ; যাহা যেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত ; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৪৮॥৬॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিকং (১)

সামভির্যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে ।

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনাস্থেতি বিদ্বান্,

যতচ্ছাস্তমজরমমৃত মভয়ং পরঞ্চৈতি ॥৫৯॥৭॥

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

[ইদানীং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাহ]—ঋগ্ভিরিত্যাদি। ঋগ্ভিঃ (প্রথমমাত্রাক্রুপৈঃ) এতং লোকং (মহ্ম্যালোকঃ), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রাক্রুপৈঃ) অন্তুরিকং (অন্তরিকস্থং সৌমলোকমিত্যর্থঃ) কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ) যৎ (স্থানং) বেদয়ন্তে (জানন্তি) । সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রাক্রুপৈঃ) তৎ (ব্রহ্মলোকাধ্যং স্থানং) অস্থেতি (প্রাপ্নোতি) [বিধানিতি শেষঃ], [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্ত মাত্রাবিভাগজঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) যৎ তৎ (বেদান্ত প্রসিদ্ধং) শাস্তম্ (রাগাদিদোষ-রহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অন্তয়ং (বৈতা-

ছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে, মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল ; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী ; এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না ; তিনি ক্রমে শাস্ত ব্রহ্মে বিলীন হন ।

(১) “স সামভিঃ” ইতি কচিং পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকায়োরপরিগৃহীতবাৎ পরিত্যক্তঃ ।

ভাবাৎ ভয়বজ্জিতং) পরং (সর্বোৎকৃষ্টঃ ব্রহ্ম), তং চ (তদপি) [অবেতীতি শেবঃ], [অপি শকাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অবেতীত্যাশয়ঃ] ।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যালোক, যজুর্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, বাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন । [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৯॥৭॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

সর্বার্থসংগ্রহার্থে দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ঋগ্ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্ । যজুভিরন্তরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্ । সামভিঃ যং তদব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিজ্ঞাবস্ত এব নাবিধাঃসো বেদয়ন্তে । তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অবেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্ । তেনৈব ওঙ্কারেণ যন্তং পরং ব্রহ্মাকরং সত্যং পুরুষাধাৎ শান্তং বিমুক্ত জাগ্রৎস্বপ্নশূপ্তাদিবেশেষং সর্বপ্রপঞ্চ-বিবর্জিতম্ ; অত এব অজরং জরাবর্জিতম্ অমৃতং মৃত্যুবর্জিতমেব । বস্মাৎ জরা-দিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, বস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্ । তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অবেতীত্যর্থঃ । ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছকরভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্ত সর্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন], বাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না । বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই

যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শাস্ত্র অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জিত, এই কারণেই অক্ষর জরাবর্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত—মৃত্যু রহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয় ; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকে ও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন । ‘ইতি’ শব্দটি বাক্য পরিসমাপ্তি জ্ঞাপক ॥৫৯॥৭॥

ইতি প্রমোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রস্তাব সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষদ্ ।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সূক্তেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ
কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেতৈত্যতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-
কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ ? তমহং কুমারমক্রবং, নাহমিমং
বেদ, যত্ৰহমিমমবেদিষং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি । সমূলো বা
এষ পরিশুষ্যতি ; যোহনৃতমভিবদতি, তস্মান্নাহীর্হাম্যনৃতং বক্তুন্ম ।
স তুষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ । .তং ত্বা পৃচ্ছামি—কাসৌ পুরুষ
ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদ্রুতয়োঃ “গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ” ইতি, “বখা
নগঃ শ্রুদ্মানাঃ সমুদে” ইত্যোতয়োর্মন্ত্রয়োবিস্তারার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ আরভ্যতে ।]—
অথ (শৈব্যপ্রশ্নানস্তরং) সূক্তেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল)
এনং (পিপ্লবাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কৌসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ
(তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাং (ভারদ্বাজং) উপেত্য (অভ্যাগত্য)
এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং
(ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়ববা যন্ত ; তং) পুরুষং বেথ (জানাসি ?)
[ইতি] । অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অক্রবং (উক্তবান্)—অহম্ ইমং
(তদ্রুতং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদি (জ্ঞাতবান্ ত্বাম্),
[তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যাম্ (ন কথয়েয়ম্) ? ইতি । যঃ (পুরুষঃ)
অনৃতং (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ
(মূলেণ শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্জ্যতে যঃ, সঃ সমূলঃ বৈ (এব) পরিশুষ্যতি
(ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিন্নতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতং (অসত্যং)
বক্তুং ন অর্হামি (শক্ণোমি) । সঃ (রাজকুমারঃ) তুষ্ণীং (অসম্ভাষ্য কক্ষিৎ)

রথম্ আকুহ প্রব্রাজ (প্রস্থিতঃ) । [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রত্নং) পৃচ্ছামি
যং, অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [বর্ততে] ইতি ॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর হৃকেশানাংক ভারদ্বাজ ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
ভগবন্ ! কোসলাধিপতি হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত
হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘হে ভারদ্বাজ ! [আপনি] ষোড়শ-
কলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন ?’ আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম
যে, ‘না—আমি ইহাকে (পুরুষকে) জানি না ; আমি যদি ইহাকে জানিতাম,
[তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে
নিশ্চয়ই বলিতাম । যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুক হইয়া যায়, সেই
হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না । তিনি চূপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া
প্রস্থান করিল । [এণন]: আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—‘সেই পুরুষ
কোথায় থাকেন ?’ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং হৃকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্য্যকারণলক্ষণং সহ
বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্ । তৎসামর্থ্যাৎ
প্রলয়েৎপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে । জগৎ তত এবোৎপত্ত্ব ইতি চ সিদ্ধং
ভবতি ; ন হ্কারণে কার্য্যন্ত সম্প্রতিষ্ঠানমুপপত্ততে । উক্তঞ্চ ‘আত্মনঃপ্রাণো
জায়তে’ ইতি । জগৎচ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্বোপনিষদাং
নিশ্চিতার্থঃ । অনন্তরঞ্চ উক্তং “স সর্বজঃ সর্বো ভবতি” ইতি । বক্তব্যঞ্চ
ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাধ্যং বিজ্ঞেয়মিতি । তদর্থোহয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে ।

বৃত্তান্তাধ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্ত দর্শনতত্ত্বাধ্যাপনেন * তল্লক্ষার্থং যমুকুণাং যত্নবিশেষোৎ-
পাদনার্থম্ । হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াঃ ভবঃ কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ
জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ যাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত । ষোড়শ-
কলাং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিভাধারোপিতরূপা যস্মিন্
পুরুষে, সোহয়ং ষোড়শকলাঃ, তং ষোড়শকলাং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ বিজ্ঞানাসি ?
তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবস্তম্ অত্রবম্ উক্তবানস্মি নাহিমং বেদ যং স্বং পৃচ্ছ-
সীতি । এবমুক্তব্যতাপি যস্মি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবদিশম্ । যদি

কৰ্ণাঞ্চং অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথম্ অত্যন্ত-
শিষ্যশৃগবতেহর্থিনে তে তুভ্যাং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ক্রয়ামিত্যর্থঃ । ভূয়োহপি
অপ্রত্যয়মেবাণক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অত্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেণ বৈ, এষোহত্ৰাণা
সস্তমাত্মানম্ অত্ৰাণা কুর্লন্ যঃ অন্ততম্ অবধাতুত্বার্থম্ অভিবদতি, স পরিণ্ডবাতি
শেষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিত্ততে বিনশ্রীত । যত এবং জানে তস্মাৎ
নার্হামি অহমন্তঃ বক্তুং মুচ্যৎ । স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তুষ্ণীং ব্রীড়িতঃ
রথমারুহ্য প্রবত্ৰাজ প্রগতবান্ যথা গতমেব । অতো হ্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায়
জ্ঞানতা বিদ্যা বক্তব্যেব, অন্ততম্ ন বক্তব্যং সর্বাংশপি অবস্থান্ন ইত্যেতৎ সিদ্ধং
ভবতি । তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ম্ভেন শল্যমিবা মে হৃদি
স্থিতং, কাসৌ বর্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় স্নকেশা ইহাঁকে (পিঙ্গলাদকে) জিজ্ঞাসা
করিলেন—সুস্বপ্তি সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা
জীবের সহিত প্রসিদ্ধ অক্ষর ত্রয়ো সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা
উক্ত হইয়াছে । এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধি হয় যে, এই জগৎ
প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং
তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে
কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না । ‘আত্মা হইতে
প্রাণ উৎপন্ন হয়’ এই কথাও [স্মৃতিতে] উক্ত আছে । জগতের যাহা
মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত
উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ । অব্যবহিত পূর্বেও কথিত
হইয়াছে যে, ‘তিনি সর্ববজ্র ও সর্ববাত্মক হন’ । সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক
সেই সত্য অক্ষরকে (ত্রয়োকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা
উচিত ; সেই উদ্দেশেই এই বর্ষ প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে । আখ্যায়িকায়
বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশে যে মুমুক্শুগণের বিশেষ
চেষ্টা করা আবশ্যিক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা
হইয়াছে ।

হে ভগবন্ কৌসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য-রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মানিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে ; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হুহে ভারদ্বাজ ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান ? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজ-কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, ‘তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।’ আমি একথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—‘আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব ? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম। পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছিলাম—‘যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অশ্রুপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে ; এই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কর্মাদির) সহিত শোষণ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেই হেতু আমি মূঢ়ের স্থায় মিথ্যা বলিতে পারি না’। এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিত্তা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন ? ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে ; ॥৫০॥১॥

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ,
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৫১॥২ ॥

[ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারণিত্বং উপক্রমতে তস্মৈ ইত্যাদিনা ।]—
সঃ (পিঙ্গলাদঃ) তস্মৈ (ভারদ্বাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে
সোম্য ! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরা-
ভ্যন্তরে হৃৎপদ্মमध्ये) [বর্ততে] ; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শ
কলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরজ্জিয়তে যাতিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ)
প্রভবন্তি (প্রকর্ষণে জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে সোম্য ! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা
প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্তমান]
রহিয়াছেন ॥ ৫১॥২ ॥

শাস্ত্র ভাষ্যম্ ।

তস্মৈ স হোবাচ —ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশमध्ये হে সোম্য স
পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ । যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাণ্ডাঃ
প্রভবন্তি উৎপত্তস্ত ইতি । ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিকলঃ
পুরুষো লক্ষ্যতেহবিভক্ত ইতি , তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিভক্তা স পুরুষঃ
কেবলো দর্শয়িতব্যঃ, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে । প্রাণাদীনাম্ অত্যন্ত-
নির্কিংশেষে হৃদয়ে শুদ্ধে তত্ত্বং ন শক্যঃ অধ্যারোপমগুরেণ প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদনাদি-
ব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপান্তে অবিভাববিষয়াঃ ;
চৈতন্ত্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীনমানাশ্চ সর্বদা লক্ষ্যন্তে ।
অতএব ভ্রান্তাঃ কচিং অগ্নিসংযোগাদ্ দ্ব্যতমিব ঘটাত্মকারণে চৈতন্ত্যমেব প্রতিক্ষণং
জায়তে নশ্তীতি ; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্বমিতি অপরে । ঘটাদিবিষয়ঃ চৈতন্ত্যং
চৈতন্যতুণিত্যস্ত আত্মনোহনিত্যং জায়তে বিনশ্তীতি অপরে । চৈতন্ত্যং ভূতধর্ম
ইতি লৌকায়তিকাঃ ।

অনপারোপজনধর্মকচৈতন্ত্যম্ আত্মৈব নামরূপাদ্রুপাধিধর্মৈঃ প্রত্যবভাসতে ।
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ।” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “বিজ্ঞানধন
এব” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । স্বরূপব্যাভিচারিণু পদার্থেষু চৈতন্ত্যাব্যভিচারং যথা যথা
যো যঃ পদার্থো বিজায়তে, তথা তথা জায়মানত্বাদেব তন্ত তন্ত চৈতন্ত্যাব্যভি-

চারিষ্ম বস্তু-তৎ চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জায়ত ইতি চাহুপপন্নম্ । রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চান্তি চক্ষুরিতিবৎ । ব্যভিচরতি তু জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি । জ্ঞেয়াভাবেহপি জ্ঞেয়াস্তরে ভাবাজ্জ্ঞানস্ত ; ন হি জ্ঞানেহসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্তচিৎ, স্মৃপ্তেহদর্শনাজ্জ্ঞানস্তাপি স্মৃপ্তেহভাবাজ্জ্ঞেয়বজ্জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন ; জ্ঞেয়াবতাসকস্য জ্ঞানস্তালোকবজ্জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যা-ভাবে আলোকাভাবাহুপপত্তিবৎ স্মৃপ্তে বিজ্ঞানভাবাহুপপত্তেঃ । ন হৃদ্বকারে চক্ষুযা রূপাহুপলকৌ চক্ষুযোহভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন । বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়তোবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্তাভাবঃ কেন কল্যত ইতি বক্তব্যম্ বৈনাশিকেন ।

তদভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদহুপপত্তেঃ । জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াব্যতিরিক্ত-ত্বাজ্জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ, ন । অভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাত্ত্যুপগমাৎ অভাবো-হপি জ্ঞেয়োহভ্যুপগম্যাতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ । তদব্যতিরিক্তক্ষেপে জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং ত্রাৎ, তদভাবস্ত চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাস্মাত্রমেব, ন পরমার্থতো-হভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্ত । ন চ নিত্যস্ত জ্ঞানস্ত অভাব-নামমাত্রাধ্যারোপে কিঞ্চিৎ নশ্বিয়ম্ ।

অথাভাবো জ্ঞেয়োহপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন ; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ । জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ ; ন ; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষাহুপপত্তেঃ । জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বক্ষেপে অভ্যুপগম্যাতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নি-ব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যাতে । জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তে তু জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবাহুপপত্তিঃ সিদ্ধা ।

জ্ঞেয়াভাবেহদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানসোতি চেৎ, ন ; স্মৃপ্তে জ্ঞপ্তাত্ত্যুপগমাৎ । বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যাতে হি স্মৃপ্তেহপি বিজ্ঞানান্তিত্বম্ ; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপগ-ম্যাতে জ্ঞানস্য যেনেবেতি চেৎ, ন ; ভেদস্ত সিদ্ধত্বাৎ । সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়-বিষয়স্ত জ্ঞানস্ত অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োঃ সমত্বম্ । ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরত্থণা কর্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশক্তৈরপি । জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্ব-মেবেতি । তদপ্যন্তেন তদপ্যন্তেনেতি স্বংপক্ষেহতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন ; তর্হি-ভাগোপপত্তেঃ সর্বস্ত । যদা হি সর্বং জ্ঞেয়ং কস্তচিৎ অদা তদ্যতিরিক্তং জ্ঞানং

জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়া বিভাগ এবাত্যুপগম্যতেহবৈনাশিতকঃ, ন তৃতীয়ন্তদ্বিষয় ইত্যানবস্থানুপপত্তিঃ ।

জ্ঞানস্ত শ্বেনৈবাবিজ্ঞেয়শ্চে সৰ্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোহপি দোষন্তস্যেবাস্ত, কিং তন্নিবহঁণেনাস্মাকম্ ? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্বাত্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ । স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা ; সমান এবায়ং দোষ ইতি চেৎ, ন ; জ্ঞানৈশ্চকত্বোপপত্তেঃ । সৰ্বদেশকালপুরুষাত্তবস্থা-শ্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাত্মনেকোপাধিভেদাৎ সবিভ্রাদিঞ্জলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকথা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ । তথা চেহেদমুচ্যতে ।

ননু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন ; প্রাণাদি-কলাকারণত্বাৎ । ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপদ্যুং শক্যম্ । কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্ত ; ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সং শরীরং কারণ-কারণং স্বস্ত পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ । বীজ-বৃক্ষাদিবৎ শ্রাদিতি চেৎ ; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণ-কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ শরীরং স্বকারণ-কারণমপীতি চেৎ, ন ; অগ্রত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ । দৃষ্টান্তে কারণবীজাদবৃক্ষফল-সংবৃদ্ধানি অগ্রাশ্বেব বীজানি ; দাষ্ট্যঁস্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেহভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রয়তে । বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ শ্রাদাধারাদধেয়ত্বম্ ; নিয়বয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ ; এতেন আকাশশ্রাপি শরীরাদধেয়ত্বম্ অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণস্ত পুরুষস্ত ; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ । কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ শ্রাদিতি চেৎ, ন ; বচনশ্রাকারকত্বাৎ । ন হি বচনং বস্তুনোহস্ত্রধাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিং তর্হি যথাভূতার্থাবগোতনে । তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ ‘অণ্ড-শ্রান্তস্কোয়ম্’ ইতিবচনং দ্রষ্টব্যম্ । উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-দিত্বৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যাপলভ্যাতে পুরুষঃ, উপলভ্যাতে চ, অত উচ্যতে ‘অন্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষঃ’ ইতি । ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ড-বদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মুদোহপি ; কিমুত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ ॥৫১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য ! কথ্যমান এই প্রাণাদি

ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই পুরুষকে এই শরীরান্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অগ্নি দেশে নহে । স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা ‘সকল’—কলাযুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয় । অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ হয় ; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনোত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক ; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে । অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই অবিচ্ছিন্ন বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্বদাই কলাসমূহকে উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় । এই জন্তই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্রমে ষটাঙ্গি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে । (১) অপরে বলে যে, [মুখপুণ্ডকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে । (২) অগ্নি সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা

(১) তাৎপৰ্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধের মত ; তাহার বলেন, ঘৃত যখন অগ্নি-সংযোগে কাঠিষ্ঠ ত্যাগ করিয়া দ্রব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক ‘অহম্’ আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই (‘আলয়-বিজ্ঞানই’) পূৰ্ণসংকীর্ণ সংস্কার সহযোগে ষটপটাদি বিষয়াকার ধারণ করে । বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই । ইহার অনুকূলে বুদ্ধি এই যে, বিজ্ঞানাত্মক বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলক্ষ্য হইত ; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ । এজন্য তাহার বলেন যে, “সহোপলব্ধনিয়মাদভেদো নীল-তক্ষিণঃ ।” অর্থাৎ এক-সঙ্গেই প্রতীত হইবার নিয়ম থাকার নীল ও তরিকার জ্ঞান, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ ।

(২) তাৎপৰ্য্য—ইহা শূন্যবাদী বোদ্ধের কথা ; তাহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্যাবসিত হয় ; শূন্যই জগতের সার ভাব ; স্ফুটন অবস্থার জ্ঞান থাকে না ; স্তব্ধতা সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না ; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য ; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুরই শূন্যে পর্যাবসান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ।

(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকায়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাदि ভূতের ধর্ম, তদতিরিক্ত চৈতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪) ।

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত স্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ ।’ ‘বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থ সমূহ স্বরূপতাই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে । এই হেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই, সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তু বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ম্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না । অধিকন্তু, [কোন একটা] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা

(৩) তাৎপৰ্য—ইহা বৈরাগিকগণের মত—ইহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে ।

(৪) তাৎপৰ্য—ইহা দেহান্ধবাদী নাস্তিকগণের মত; তাহারা এই ভুল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে বদ্য-শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিত্তি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অস্তিত্ব হইয়া থাকে । সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করি-বারও প্রয়োজন নাই ।

জ্ঞানের অবিসয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫) । কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না ; কারণ, [জ্ঞান-রহিত] স্মৃষ্টি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না । যদি বল, স্মৃষ্টি সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের স্থায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভিচার হইল ? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র ; সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না ; সেইরূপ স্মৃষ্টি সময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না । কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না । যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন ? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয় ; ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক ।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সন্ধান না থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে ? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত

(৫) তাৎপর্য—জ্ঞানও তদ্বিবর, এতদুভয়ের সাহোপলব্ধ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না ; তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞানও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয় । বিষয় থাকিলেই তদ্বিবরে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে, জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিষয় আসিতে পারে না, কেননা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই ; সুতরাং তাৎপর্য বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের স্বাক্ষরে সেরূপ কথা বলেনা ; বিষয় ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে । যে বিষয় বর্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটি ব্যভিচারী নহে ; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক ; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদ্ব্যপ্ত জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র ; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না ।

নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং [তাহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় ; এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন ‘অভাব’ একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে । আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে) ; না—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে ? যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয়. হইতে অতিরিক্ত নহে ; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই) ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না । কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল ‘জ্ঞেয়’ পদার্থটি জ্ঞানাত্মক, আর ‘জ্ঞান পদার্থটি’ জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে ; ইহা কেবল, ‘বহিঃ অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহিঃ হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে’ এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [স্বষ্টি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যদি বল জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [স্বষ্টি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়] ; না,

(৬) তাৎপর্য—জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবজ্ঞাই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে । কারণ একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না । অতএব, হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে । এই জন্যই ইহাকে ‘শব্দগত ভেদমাত্র’ বলা হইয়াছে ।

—তাহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, স্মৃষ্টি-দশায়ও জ্ঞানের সম্ভাব স্বীকার করা হয় । বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) স্মৃষ্টি সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন । সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ববই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে । কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অগ্ন্য বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে । আর শত শত বৈনাশিকও যতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অগ্ন্যা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না । [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত] তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অগ্ন্য অগ্ন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় ‘অনবস্থা দোষ’ উপস্থিত হইতে পারে ? না ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে । যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়াতিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে ; সূত্রাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ ; সূত্রাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুএকটি মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না ; সূত্রাং তাহাদের মতে ‘অনবস্থা’ দোষও হইতে পারে না । (৭)

(৭) তাৎপৰ্য্য—বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি ‘জ্ঞেয়’ হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয় । তদুত্তরে ভেদবাদী ভাব্যকার বলিতে-ছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ ।

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ববজ্রতার বাধা ঘটে ? না,—এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে) ; সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । অধিকন্তু, বৈনাশিক-দিগকে যখন জ্ঞানের জ্যেয় স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্যেয়রূপতা স্বীকার হেতুই ‘অনবস্থা’ দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয় । যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্যেয় না হইলে ত ‘অনবস্থা’দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ? সুতরাং এই ‘অনবস্থা’ দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ? না,—জ্ঞানের একত্বনিবন্ধন এ দোষ হইতে পারে না ; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই ‘অনবস্থা’ দোষ সম্ভাবিত হইত ; ভেদ না থাকায় ‘অনবস্থা’ দোষেরও সম্ভাবনা নাই । সূর্য্যাদি বিশ্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ববদেশে, সর্বকালে সর্ব-পুরুষে সর্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক], কাজেই উক্ত ‘অনবস্থা’ দোষের সম্ভাবনা নাই । তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে ।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে ; পুরুষও সেইরূপই শরীরাত্ম্যস্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে । কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতেই সমুৎপন্ন ;

যখনই একটি জ্ঞান জ্যেয় শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্যেয় শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্যেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্যেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না ।

এই শরীর পুরুষ-জগৎ কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যস্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না । যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক ?—বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আত্মাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আত্মাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যস্তরস্থ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষ কারণ-কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে ! না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অগ্ন্যত্ব (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু । দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কিন্তু দার্শনিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যাস্বরূপ] শরীরে অভ্যস্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে । বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব ; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্শনিক অনুরূপ হইতেছে] ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি ? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনু-রূপ হয় না । যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? বচনের বলে হইবে ! না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপক মাত্র] ; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্নবান্ (সমর্থ) হয় না ; পরন্তু, যথাযথরূপে বর্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্নপর হয় মাত্র । অতএব “অন্তঃশরীরে” এই বাক্যের অর্থ, ‘ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যস্তরে আকাশ’ এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮) । উপলব্ধি হেতুও

[ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাত্ম্যস্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের আয়ই প্রতীত হইয়া থাকে ; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতই কথিত হইতেছে যে, ‘হে সৌম্য ! পুরুষ এই শরীরাত্ম্যস্তরে [বাস করেন] ;’ নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ড-বদরের আয় শরীর-পরিচ্ছিন্ন, হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথা কি ? ॥ ৫১ ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাক্ষক্রে—কস্মিন্ হমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থামীতি ॥ ৫২ । ৩ ॥

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাदि। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্ (কর্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্থামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৫২ ॥ ৩ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চাত্মার্থোহপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ আদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্ঠৌ যৌ তার-দ্বাজেন, স ঈক্ষাক্ষক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিকলক্রমাदि-বিষয়ম্। কথমিতি ? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্তৃবিশেষে দেহাহুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

তদ্বদিদং । (আনন্দগিরিঃ) । অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারীগীতৃত আকাশ কখনই অণুমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ওত শোভিতভাবে থাকার আকাশকে বেক্স অস্ত-গত বলা হইয়া থাকে, তজ্জপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকার, পুরুষকে শরীরাত্ম্যস্তর বলা হইয়াছে ।

ভবিষ্যামাহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাত্তামি প্রতিষ্ঠিতঃ
ত্ৰামিত্যর্থঃ ॥

নহু আত্মা অকর্তা, প্রধানং কর্তৃ; অতঃ পুরুষার্থঃ প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং
প্রবর্ততে মহদাত্মাকারেণ । তত্রৈদমহুপপন্নং পুরুষস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্বকং
কর্তৃত্ববচনং, সত্বাদিশৃণুনাম্যে প্রধানেন প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্তৃসি সতি ঈষরেচ্ছামু-
বর্ত্তিবু বা পরমাণুযু সংস্থ আত্মনোহপি একত্বেন কর্তৃত্বে সাধনাভাবাৎ । আত্মন
আত্মনি অনর্থকর্তৃত্বাহুপপত্তেশ্চ ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্বকারী আত্মনোহনর্থং
কুৰ্য্যাৎ । তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত-
মানেহচেতনে প্রধানেন চেতনবহুপচারোহয়ং “স ঈক্ষাঞ্চক্রে” ইত্যাদিঃ । যথা
রাজঃ সৰ্ব্বার্থকারিণি ভূত্যে রাজ্যেতি, তদ্বৎ । ন, আত্মনো ভোক্তৃত্বং কর্তৃত্বোপ-
পত্তেঃ । যথা সাংখ্যস্ত চিন্মাত্রস্ত অপরিণামিনোহপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ
বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্বকং জগৎকর্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্য্যৎ ।

তত্বান্তরপরিণাম আত্মনোহনিত্যত্বাশুদ্ধত্বানেকত্বনিমিত্তো ন, চিন্মাত্রস্বরূপ-
বিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্ত স্বাত্মত্বে ভোক্তৃত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায় ।
ভবতাং পুনর্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্তৃত্বে তত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোহনিত্যত্বাদি-
সৰ্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন ; একস্তপি আত্মনোহবিজ্ঞাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যত্ব-
পাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিজ্ঞাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোহভ্যুপ-
গম্যতে, আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাক্তকৃত-সংব্যবহারায় । পরমার্থতোহহুপাধিকৃতঞ্চ
তত্বমেবমেবাবিভীষ্মপাদেয়ং সৰ্ব্বতর্কিকবুদ্ধানবগাহমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র
কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ ত্ৰাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সৰ্বভাবানাম্ ।

সাম্ব্যাস্ত অবিজ্ঞাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলক্ষেতি
কল্পয়িত্বা আগমবাহুত্বাৎ পুনস্তত্তত্তত্তত্তঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্তেচ্ছন্তি ।
তত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোহত্মতর্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ
সন্তো বিহত্বন্তে ; তথেষ্টে তর্কিকাঃ সাম্ব্যঃ, ইত্যেবং পরম্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত
আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোহন্তোন্তং বিরুদ্ধমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্বাদুরমেবাপ-
কৃত্যন্তে, অতন্তমতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্শবঃ
স্ম্যঃ, ইতি তর্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিচ্চ্যুতেহস্মাভিঃ, ন তু তর্কিকবৎ
তাৎপর্যেণ ।

তথৈতদজ্ঞোক্তম্—“বিবদৎশ্বেব নিক্শিপ্য বিরোধোক্তবকারণম্ ।

তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ স্মৃৎং নিক্শীতি বেদবিৎ ।”

কিঞ্চ ভোক্তৃ-কর্তৃদ্বয়োর্বিক্রিয়মোর্বিশেষায়ুপপত্তিঃ । কা নামাসৌ কর্তৃত্বাৎ জাতান্তরভূতা ভোক্তৃ-অবিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্যাতে, ন কর্তা । প্রধানস্ত কর্ত্রে ব ন ভোক্ত্রিতি । নহু উক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব ; স চ স্বাত্মহো বিক্রিয়তে ভুজানঃ, ন তদ্বাস্তরপরিণামেন ; প্রধানং তু তদ্বাস্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে, অতোহনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্ববৎ ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ । নাহসৌ বিশেষঃ, বাঙ-মাত্রত্বাৎ ; প্রাগ্ভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্ত পুরুষস্য ভোক্তৃ-নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ ; মহদাত্মাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোহপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কলনান্নাং ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ইতি বাঙ-মাত্রেণ প্রধান-পুরুষদ্বয়োর্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্যাতে ।

অথ ভোগকালেহপি চিন্মাত্র এব প্রাথমে পুরুষ ইতি চেৎ, ন ; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য । অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থেব, তেন ভোগঃ পুরুষশ্চেতি চেৎ, ন ; প্রধানস্তাপি ভোগকালে বিক্রিয়াববাদ্ভোক্তৃ-অশ্রমঃ । চিন্মাত্রশ্চৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃ-রমিতি চেৎ ; ঔফ্যাণ্যসাধারণধর্ম্ববতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃ-হেতুপপত্তিঃ । প্রধান-পুরুষদ্বয়োর্বয়োর্গপভোক্তৃ-রমিতি চেৎ, ন ; প্রধানস্ত পারার্থায়ুপপত্তেঃ । ন হি ভোক্ত্র্যৈর্বয়োরেতরতরগুণ-প্রধানভাব উপপত্ততে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে । ভোগধর্ম্ববতি সঙ্গাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্ত চৈতন্ত্যপ্রতিবিশোদয়াদবিক্রিয়স্ত পুরুষস্ত ভোক্তৃ-রমিতি চেৎ, ন ; পুরুষস্ত বিশেষা-ভাবে ভোক্তৃ-কলনানর্থক্যাৎ । ভোগরূপচেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নিক্শি-শেষত্বাৎ পুরুষস্ত, কস্তাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে ? অবিত্তা-ধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্তা ; প্রধানং কর্ত্রে ব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বৎস্বরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কলনা আগমবাহা ব্যর্থী নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্শব্যা যুমুক্তিভিঃ ।

একত্বেহপি শাস্ত্রপ্রণয়নাত্তানর্থক্যমিতি চেৎ, ন ; অভাবাৎ—সংস্রু হি শাস্ত্র-প্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্ত প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকলনা ত্বাৎ । ন হ্যন্যেকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়ন্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল-

নৈব অনুপপন্ন। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থে অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছত। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনাভ্যুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্—“যত্র স্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মত্বং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাভ্যুপপত্তিকাহ অত্র প্রমাণবস্ত্বরূপাৎ অবিজ্ঞাবিষয়ে—“যত্র হি দৈতমিব ভবতি” ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে ।

অত্র চ বিভক্তে বিজ্ঞাবিষয়ে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রম্ ; অতো ন তার্কিক-বাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুণে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি । এতেন অবিজ্ঞাতানাং-রূপাত্মপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাদি-কর্তৃত্বৈ সাধনাত্তাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈকান্ত আত্মানর্থকর্তৃত্বাদি-দোষশ্চ । স্বস্ত দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সৰ্ব্বার্থকারিণি কর্ত্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্ত্তেতি, সোহত্রানুপপন্নঃ ; “ন ঈক্ষাক্ষক্রে” ইতি শ্রুতমুখ্যার্থবাধনাৎ প্রমাণভূত্যাঃ । তত্র হি গোপী কল্পনা শব্দস্ত, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি । ইহ স্বচেতনস্ত মুক্ত-বদ্ধ-পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্ত্ত-কৰ্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বদ্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষঃ প্রতি প্রবৃত্তিনোপপত্ততে ; যথোক্তসৰ্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্ত্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্ন। ॥৫২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ‘এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাপ্ত-ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশ্যেই কলার প্রাপ্তভাব [বর্ণিত হইয়াছে] । যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরি-শ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাপ্তভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে ; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্ত্তক-ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ; সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন । কি প্রকার ? বলা যাইতেছে—কোন বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব,

এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ?

ভাল, আত্মায় ত কর্তৃত্ব নাই; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্ত্ববাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সম্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিद्यমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৯) বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিঃপ্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্বক প্রবৃত্তিরই অমুরূপ ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ববার্থসাধক ভূত্যে (মন্ত্রিপ্ৰভৃতিতে) 'রাজ'শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অমুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয় কর্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে ?

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত

(৯) ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ; আর নিত্য প্রকাশরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহত্ত্ব-অহংকার-তদ্বাদি-ক্রমে বিভিন্ন জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু ; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্রিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতুর্বিধ পরমাণু, সেগুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই স্তায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই ছই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইরাছে।

হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ত্র্যক্ষের] ঈক্ষাপূর্বক জগৎকর্তৃক উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐতিহ্যই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি রূপে) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে ? কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে ! না ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিভাসহ-যোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাবনিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধিকৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিক ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অবৈততত্ত্বে পর্যা-

(১০) তাৎপর্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সঙ্গীত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের 'ভোগ' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসম্বন্ধেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি ?

বসিত হইয়া যায় ; স্তুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না ; (নিবৃত্ত হইয়া যায়) ।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিজ্ঞা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এই জ্ঞান তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন) ; এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তार्কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন ; সেইরূপ অপর তार्কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন] । এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে] । তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থ-তত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে । অতএব মুমুক্শু-গণ সে সকল মতে অনাদরপূর্বক যাহাতে বেদান্তবেত্তা যথার্থ বস্তু একই দর্শনে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা তাকিক-মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি ; কিন্তু তাকিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশ্যেই নহে । সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে, [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করে ; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, স্থখে শাস্তি লাভ করেন । (১১)

(১১) তাৎপর্য—বিরোধোক্তবাক্যনিমিত্তি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ । সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনন্ত পরস্পরোক্তদোষপ্রদ্বাদ্যদ্বৈতমেব মিহু টমিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্বাপ্তি—সর্ব-বিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ । [আনন্দগিরিঃ] ।

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ । ভেদদর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত যৈতবাচীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈত তত্ত্বই নির্দোষ ; এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শাস্তি লাভ করেন ।

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না । [প্রথমতঃ] কর্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই ‘বিক্রিয়া’ বা বিকার পদার্থটা কি ? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্তা, ভোক্তা নহে । ভাল, পূর্বেইত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্ত্বান্তরূপে পরিণাম বশতঃ যে, বিকার যুক্ত হন, তাহা নহে । ‘প্রধান’ কিন্তু অষ্ট পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত । [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র ; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না । কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোৎপত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্ত্বাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয় কালে] স্বরূপে অবস্থান করে ; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না ; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার ধর্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে], এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই) ।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], না ;—তাহা বলিতে পার না ; তাহা হইলে পুরুষের ভোগ পারমার্থিক [হইয়া পড়ে] । আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং

তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ [সম্পন্ন হয়] ; না ;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃ হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃ বা ভোগ-পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে) ; [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অন্তত্ৰ থাকে না, এতাদৃশ) ধর্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃ না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না ; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃ ঘটতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃ, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থ সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। (১২) । কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগধর্ম-যুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিন্তে যে পুরুষের প্রতিবিশ্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃ,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকে। না ; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃ কল্পনা নিরর্থক। কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্থ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্বদাই নির্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে ? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের শ্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুরুষ

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তাৎসম্যই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্মিত ; দ্রব্য, রস ও তমোগুণের সংযোজ্য প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই ; কেবল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য ; হস্তরাজ প্রকৃতিকে ‘পরার্থ’ বলা হইয়া থাকে।

পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্ত্তা নহে ; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্ত্তাই বটে, ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু ; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অমৌক্তিকই হইল ; সুতরাং মুমুক্শুগণের ইহা আদরণীয় নহে ।

ভাল, একত্ব পক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও] ত শাস্ত্র-প্রণয়ন নিরর্থক হয় ? না ;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না । কেন না, শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্ত্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্ত্তমান থাকিলেই ‘অনর্থক’ বা ‘সার্থক’ কল্পনা হইতে পারে ; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্ত্তা হইতে পৃথগ্ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই ; সুতরাং প্রণেতৃপ্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকার বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না । তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে । আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা,—‘যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্শুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন । বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] ‘যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে’ ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিভাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন ।

আর এখানেও পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয় দুইটি পৃথক্ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তार्কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার নাই । ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত

হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর যে, রাজার সর্ব-প্রকার প্রয়োজন-সাধক ভূত্যে ‘রাজা’ ও ‘কর্তা’ ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ‘তিনি’ ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ ঋতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গোণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্ত অচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্তা, কর্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষরূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেচ্চা, তাহা উপপন্ন হয় না ; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ববস্ত্র সর্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয় ; [স্মতরাং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গোণার্থক “ঈক্ষণ” কল্পনা করা বাইতে পারে না] (১৩) ॥৫২॥৩॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছৃদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-
দ্রিয়ং মনঃ । অন্নমন্নাদ্বীৰ্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কস্ম লোকাঃ, লোকেষু
চ নাম চ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (স্বজ্ঞানং হিরণ্যগর্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্) ;
প্রাণাং শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্] ; [ততশ্চ] খং (আকাশঃ) বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি) মনঃ (অন্তঃকরণঃ)
অন্নঃ (ত্রীহাদি), অন্নং বীৰ্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্রিয়-শোধকং)

(১৩) তাৎপর্য্য—“তদৈক্যত” ঋতিতে অভিহিত ‘ঈক্ষণ’ পদের গোণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপাদন করা বাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মহৃদের ১ম অধ্যায়, ১ম পাঠে পক্ষম্বল হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষরূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

মন্তাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাধর্ষকরূপাঃ) কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কৰ্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাভ্যঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ তেন সৃষ্টা ইতিশেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন] ; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধ্যানাদি), অন্ন হইতে বীৰ্য্য (বল), তপশ্চা, মত্ত, (ঋক্, যজুঃ সাম ও অধর্ষবেদ), কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোক সমূহ, এবং লোক সমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

ঈশ্বরেণৈব সর্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে । কথং ? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব প্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাঙ্গানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্ । ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্বপ্রাণিনাং শুভকাম্যপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ ; ততঃ কৰ্ম্মফলোপভোগসাধনাবিধানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত । খং শব্দ-শুণকং, বায়ুং স্নেহ স্পর্শশুণেন শব্দশুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিশুণম্ । তথা ছোয়াতিঃ স্নেহ রূপেণ পূর্বশুণাভ্যাক্ষ বিশিষ্টং ত্রিশুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্ । তথা আপো রসেন শুণেন অসাধারণেন পূর্বশুণাহুপ্রবেশেন চ চতুশুণাঃ । তথা গন্ধশুণেন পূর্ব-শুণাহুপ্রবেশেন চ পঞ্চশুণা পৃথিবী । তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধার্থং কৰ্ম্মার্থঞ্চ দশসজ্জ্যাকম্ । তন্ত্ৰ চেশ্বরমন্তঃ সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ । এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্টা তৎস্থিত্যর্থং ব্রীহিষবাদি-লক্ষণময়ম্ ; ততশ্চ অগ্নাৎ অজ্ঞমানাদ্ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্বকৰ্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্ । তদ্বীৰ্য্যবতাক্ষ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনং সাক্ষীর্গমাণানাম্ ; মন্তাঃ তপো-বিশুদ্ধাস্তর্কহিঃকরণেভ্যঃ কৰ্ম্মসাধনভূতা ঋগ্‌যজুঃসামাধর্ষকিরসঃ । ততঃ কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্ৰাদিলক্ষণম্ । ততো লোকাঃ কৰ্ম্মণাং ফলম্ । তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি । এবমেতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিজ্ঞানিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাভ্যঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্বপদার্থাঃ ; পুনস্তন্নিম্নেব পুরুষে প্রলীয়েন্তে হিতা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যাত্মবাদ ।

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন । কিরূপে ?—সেই পুরুষ পূর্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপ-ভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন । শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্বোক্ত [কারণ গত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী (১) ; সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণাবিহীন দেহমধ্যস্থ মনঃ ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ত্রীহি (ধাতুবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীৰ্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীৰ্য্য-

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নিজের একএকটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয় ; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয় । তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ । আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ—বায়ুগুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ । বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ । তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ । জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস । ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল ।

সম্পন্ন ও পাপসম্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্যা দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান কর্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববজ্রিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ ; অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ; তাহার পর কর্মফলস্বরূপ লোকসমূহ ; সেই লোকমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণির সৃষ্টি বীজভূত অবিজ্ঞা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥৫৩॥৪

স যথেনা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রে প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তা সাং নামরূপে, সমুদ্রে ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্য পরিদ্রক্ষুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চা সাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে । স এষোহকলোহমুতো ভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ॥৫৪॥৫॥

[ইদানীং কলানাং স্থাপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেনি । সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অগ্নয়ঃ আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ বাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্তন্দমানাঃ (চলন্তাঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রে (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্যাস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তস্তাবং প্রতিপত্তস্তে) ; [তথা] তা সাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপক—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্বতঃ), ‘সমুদ্রঃ’ ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি

(২) ‘তৈমিরিক’ চক্ষুরোগ-বিশেষ ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরা প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে । তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে ; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার স্থায় বৃহৎ দেখা যায় । স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত ।

শেষঃ] । এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্ত (প্রকৃতস্ত) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্বতঃ দর্শনকর্তৃঃ) পুরুষস্ত (আয়নঃ) ইমাঃ (পূর্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (ষোড়শপত্তিহানং) প্রাপ্য (পুরুষাশ্রয়ভাবম্ উপগম্য) অন্তং গচ্ছন্তি । [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাত্মা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিত্তিতে (বিলুপ্যেতে) : ‘পুরুষঃ’ ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তদ্ব্যবিদ্ধিঃ] । [তদানীং] সঃ (পূর্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিং) অকলঃ (ত্যক্ত-কলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ) [চ] ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ প্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্তঃ) ভবতি (অস্তিত্যর্থঃ) ॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলনভাব ও সমুদ্রায়ক নদীনামূহ যেকোন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্মিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] ‘সমুদ্র’ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্মিত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল ‘পুরুষ’ এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে । সেই এই কলাবিং ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন । এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত আছে ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নভঃ শুদ্ধমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাস্রভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অন্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি । তাসাঞ্চ অন্তং গতানাং ভিত্তিতে বিনষ্টেতে নাম-রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্ত উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ । উক্তলক্ষণস্ত প্রকৃতস্ত অস্ত পুরুষস্ত পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমুদ্রাদ্ দ্রষ্টৃর্দর্শনস্ত কর্তৃঃ স্বরূপভূতস্ত, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্ত কর্তা সর্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাত্মা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোহয়নম্ আশ্রয়ভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, ~~পুরুষায়ণাঃ পুরুষঃ~~ প্রাপ্য পুরুষাশ্রয়ভাবমুপগম্য তথৈবান্তং গচ্ছন্তি । ভিত্তিতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাত্মাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্ । তেদে চ নাম-রূপয়োর্য়দনষ্টং তদ্বৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিদ্ধিঃ । য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ

বিভিন্ন প্রবিলাপিতাহ অবিভাকাম-কৰ্ম্মজনিতাহ প্রাণাদিকলাহ অকলঃ, অবিভা-
কৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেহকলত্বাৎ অমৃতো ভবতি তদেতন্নিগ্ধে
এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার ?—জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহা-
দের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্তম্ভমান
—প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম
ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের
‘গঙ্গা যমুনা’ ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন]
তদুভয়ের অভেদকালে ‘সমুদ্র’ অর্থাৎ ‘উহা জলময় পদার্থ’ এইরূপই
বলা হইয়া থাকে । এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ]
সূর্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্বময় কর্তা, তেমনি সর্বতোভাবে
দ্রষ্টা এবং পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ
আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার
‘অয়ন’ আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্বোক্ত
প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ
করিয়া, অস্ত গমন করে । এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথা-
যোগ্য রূপ বিশুদ্ধ হইয়া যায় । নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর,
যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদগণ তাহাকে ‘পুরুষ’ এইরূপ
বলিয়া থাকেন । যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্তৃক যাহার
নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্
বিভা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিভা, কাম ও কৰ্ম্মজনিত প্রাণাদি কলানিচয়
পকর্ষরূপে বিলাপিত হইলে পর, ‘অকল’ (কলাতে অতিমানশূন্য)
হন ; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা ; অতএব
অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন ‘অমৃত’ (মৃত্যুরহিত চিরজীবী)
হন । এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ

পরিব্যথা ইতি ॥৫৬॥৬॥

[শ্লোকমাহ]—‘অরা’ইত্যাদিনা । রথনাভৌ (রথচক্রস্ত নাভিরক্কে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (‘উক্তাঃ প্রাণাচ্চাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষণে জন্মস্থিতিলয়েষপি স্থিতাঃ) । বেদ্যং (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ] । ভো শিষ্যাঃ ! যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুস্মান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ) ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ ॥

রথের নাভিরক্কে [সংস্থিত] অর (শলাকা) সমূহের দ্বার উক্ত কলাসমূহ যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে । হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর দ্বার] ব্যথিত না করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্ত নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথৈতার্থঃ । কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুন্নিশয়নাদ্বেদ বেদ জানীয়াৎ । যথা হে শিষ্যা বো যুস্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু । ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না হঃখিন এব যুঃস্থ । অতন্তস্মাত্ভূদ্ যুস্মাকস্মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৬॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

রথচক্রেরই অঙ্গীয় ‘অর’ (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রক্কে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও ~~প্রলয়~~ সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু ‘পুরুষ’ পদবাচ্য জানিবে । হে শিষ্যগণ ! যাহাতে মৃত্যু তোমা-

দিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ।

নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭॥

[প্রকৃষ্টাং বিজ্ঞানুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাदि । [সঃ পিপ্ললাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্ঠং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদ্বি), অতঃ (অন্তঃ) পরং (অধিকং—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি ॥

এখন প্রশ্নাবিত ব্রহ্মবিজ্ঞান উপসংহার করিতেছেন—[পিপ্ললাদ ঋষি] তাহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৫৬॥৭॥

শাকর-ভাষ্যম

তান্ এবমবুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিপ্ললাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যাং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজ্ঞানামাহমেতৎ । নাতঃ অন্তঃ পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম্ অবিদিতশেষান্তিআশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থক ॥৫৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পিপ্ললাদ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি ; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই ; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কা নিবৃত্তির জ্ঞাত্য এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জ্ঞাত্য এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭॥

তে তমর্চয়ন্তুঃ হি নঃ পিতা, যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং
পারং তারয়সীতি । নমঃ পরমঞ্চাষিত্যো নমঃ পরমঞ্চাষিত্যঃ ॥৫৭॥৮
ইত্যথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

[তে (শিষ্যা ভারবাজাদয়ঃ) তং (পিণ্ডলাদং) অর্চয়ন্তুঃ (পূজয়ন্তুঃ) [উবাচ]
ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্ত জনকঃ) ; যঃ [ত্বং]
অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাং অজ্ঞানাং) পরং (অতীতং)
পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাং হেতাঃ) । পরম
ঞ্চাষিত্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্তকেভ্যঃ) নমঃ । [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্তার্থং,
আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মন্নমদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা ।

প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চনাপূর্বক বলিয়াছিলেন—তুমিই আমাদের
পিতা, যে তুমি আমাদেরকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত
করাইতেছ । ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশে নমস্কার । গ্রন্থ
সমাপ্তির জন্ত দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭॥৮॥]

শাঙ্কর-ভ.ষাম্ ।

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়ম-
পশুন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ ? ইত্যাচাতে—অর্চয়ন্তুঃ পূজয়ন্তুঃ পাদয়োঃ পুষ্পা-
ঞ্জলিপ্ৰাকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা । কিমুচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা
ব্রহ্মশরীরস্ত বিত্ত্বজ্ঞানয়িত্বাং নিত্যস্ত অজরামরস্ত অভয়স্ত । যত্নমেব অস্মাকম্-
অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাং জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহ্যং অবিজ্ঞানমহোদধে-
বিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্
ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যাপন্নমিতরস্মাৎ । ইতরোহপি হি পিতা শরীরমাত্রং
জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্ ?—আতাত্তিকাত্তয়দাতৃ-
রিত্যভিপ্রায়ঃ । নমঃ পরমঞ্চাষিত্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যঃ । নমঃ পরমঞ্চাষিত্য
ইতি দ্বির্বচনমাদরার্থম্ ॥৫৭॥৮॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষাম্ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচার্য্য-শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-

শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্কণপ্রশ্নোপনিষ-

ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার
নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন ? তাহা

বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন ? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা ; কারণ, বিচার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক । যে তুমি আমাদের বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা, মরণ, রোগ ও দুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্যা-সাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের স্থায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছ । অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃ স্বরূপ উপপন্ন বা সূক্ষ্মত । অতিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন, তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি আত্মশুদ্ধি অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার । আদরার্থ নমস্কারের দ্বিগুণিত করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শান্তি-পাঠঃ ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমান্ধভি-
যজত্রাঃ । স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃণুবাৎসন্তনুভিঃ । ব্যশেম দেবহিতং
যদায়ুঃ ॥*

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি পাঠ ।

হে দেবগণ ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ
করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও
স্ততিপরায়ণ হইয়া অঙ্গ ও স্তম্ভশরীরে দেবহিতকর
যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ • ॥